প্রেমের জন্য

প্রেমের জন্য

মণীন্দ্র রায়

হরফ প্রকাশনী

এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট । কলকাতা-১২

অন্ধকারে নক্ষত্রমণিকা
খোলে লক্ষ আকাশের সীমা।
এতদিনে দিলে জয়টিকা
হে পৃথিবী মাটির প্রতিমা।

ভূমিকা

কবিতাগুলো প্রেমের, নতুন লেখা নয়, বছর তিরিশ ধ'রে লিখিত এবং বিভিন্ন বইয়ে প্রকাশিত। এ সংকলনে এক সঙ্গে সাজিয়ে দেওয়া হল।

অভিজ্ঞ পাঠক নিজেই দেখতে পাবেন, প্রেমের কবিতা বলা হ'লেও সবগুলোই ঠিক মানুষীর উদ্দেশ্যে লিখিত নয়। কিছু কবিতা আছে যার লক্ষ্য স্বদেশ, কিন্তু যা নারীর উদ্দেশ্যে লেখা হ'য়েছে মনে করলেও কিছু এসে যায় না। আসলে আমার মনে এ দুটি আবেগ খুবই কাছাকাছি; এবং আমার ধারণা, আজকের বাঙালি পাঠকের মনেও ব্যক্তিগত প্রেম আর দেশপ্রেম এক হ'য়ে গেছে। অন্তত সেই ভরসাতেই এ বইয়ের প্রকাশ!

মণীন্দ্র রায়

সূচীপত্র

অতিদূর আলোরেখা

কালের নিস্বন :

নতুন সংযোজন :

সনেট

'La Belle Dame Sans Merci'

বিষণ্ণ হ্রদের তীরে বিজন বাতাসে
সেইদিন যে বিলাপ ঘুরেছে একাকী
আজো তার ক্ষান্তি নেই। সকল আকাশে
ওঠে চাপা আর্তনাদ; 'দেখা পাব নাকি?
কৃপাহীনা হে সুন্দরী, পাব নাকি দেখা?'
আজো দেখা মেলে নাই। রূপ-দগ্ধ নর
বিরস বিষণ্ণ মুখে ঘোরে একা একা
খুঁজে সেই অসামান্যা রূপসীর বর
হৃদয়-হ্রদের তীরে। হে নির্মম নারী,
আজো তো হল না কৃপা। আজো নিরুদ্দেশ!
বিফল বিলাপে শুধু রাত্রি হবে ভারী?
মৃত্যুহীন তারকায় চা'বে অনিমেষ
বিবর্ণ কামনাগুলি? হায় পলাতকা
তোমার বিহনে শূন্য এ-মরঅলকা॥

তন্দ্রা

স্মরণের শোকাতুর নয়নে এবার
নেমেছে গভীর ঘুম। মদির স্বপন
ঘিরে নেবে বিস্মৃতির ম্লান কুয়াশার
সুকোমল পক্ষপুটে আমার জীবন।
শাণিত বেদনা যত এই পৃথিবীর
জীবনের, মরণের,—হ'য়ে যাবে শেষ।
মদালস নায়িকার বিজন আঁখির
পলাতক ভাবাবেগে চা'বে অনিমেষ
মলিন দিবসগুলি। জীবনের দায়
মুছে যাবে মায়াময় স্বপনের ঝড়ে।
কামনার সৌধ-চূড়া গোধূলি ছটায়
ছুঁড়ে দেবে দীর্ঘ ছায়া আমার অন্তরে।
হৃদয়ের বহু দূরে মূঢ় বেদনায়
আমার জীবন রবে স্বপনের ছায়॥

সনেট

When we two harted
In silence and tears—Byron

এ তুমুল স্তব্ধতার তৃষিত স্মরণ
পুড়ে যায় আঁখি জলে,—তুমি চলে গেলে—
সুদূরে তোমার নাম অজস্র মরণ
দিয়ে যায় মোর কানে। শান্তি নাহি মেলে
হায় হতভাগ্য আমি। প্রিয়তমা মোর,
তোমার আরক্ত প্রেম ম্লান হয়ে আসে।
চুম্বনের সমাধির রাত্রি হল ঘোর ;
পৃথুল আঁধারে শুধু স্মৃতিটুকু ভাসে
চেতনার তীর ছুঁয়ে। নিয়েছ বিদায় ঃ
দীর্ঘ অনুতাপে আজ জ্বলে স্মৃতি তব।
গোপন প্রেমের বুকে প্রগাঢ় ব্যথায়
এই শেষ কামনায় চুপি চুপি কব—
'আমাদের মুক্তি হোক শূন্যতার পথে,
কবোষ্ণ আঁখির জলে—মৌন মনোরথে' ॥

রাত্রি

এমন অনেক রাত্রি আছে পৃথিবীতে
অরণ্যের গাঢ় বুকে, পর্বত-গুহায়,
তুষার মেরুর ঘুমে, খনির নিভৃতে
আদিম আঁধারে ঘেরা, স্মৃতিশূন্যতায়
বিশাল স্তব্ধতা যার সদা মূর্ছাতুর।
স্বপ্নচারী হৃদয়ের আরক্ত বিস্তার
সঙ্কুচিত সেইখানে। মানুষের সুর
নিভে আসে অতিকায় নির্বিকারে তার।
কিন্তু হেন রাত্রি আছে নীল বক্ষে যার
স্মরণের স্নায়ু কাঁপে। ইঙ্গিতের জাল
আঁধার-কণিকা ঘিরে কাঁপে ক্ষুরধার।
বিরহী চোখের রাত্রি,—সবুজ শৈবাল
ভগ্ন প্রাসাদের গায়ে। স্বল্প, সমাহিত;
অজস্র মিনতি তবু দূর-উৎসারিত॥

স্বর্গ হইতে বিদায়

স্মরণের নীড় হ'তে
একে একে উড়ে গেল দিন
—স্তিমিত, মলিন—
মেঘের অনন্ত পথে অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে।

এলেমেলে বলাকার স্রোতে
বিবর্ণ ঘুমের মত
হৃদয়ে জড়তা আসে ছেয়ে
ভুলে যাই, বহু স্বপ্ন তোমার নামেরে ঘিরে কোনোকালে উঠেছিল জমে।

চেতনার শিরা বেয়ে বেয়ে
শুধু কাঁপে অবিরত
ঝিঁঝির ডাকের মত
শেষহীন-মূর্চ্ছাতুর গাঢ় কোলাহল ;—
গহন স্মৃতির পথে নিরুদ্দিষ্ট হল যবে বিগতের শীর্ণকায় দিবসের দল।

এবার বিদায় নিতে হবে।
কালের স্থবির যাত্রা টেনে নিক্ তুমি-হারা মোর মূর্খ শবে।
পৃথিবীর পাকে পাকে এলো বিস্মরণ।
তোমার অনেক হাসি, বেদনা অনেক
রাতের ঘুমন্ত বুকে তোলে না-ক ঘন ঘন আর শিহরণ।
স্মরণের নীড় গেল ভেঙে।
অসহ্য শূন্যতা আজ কাঁপে শুধু শ্রাবণের ঝিঁঝির মতন।

অভিনয়-শেষে তাহাকে

আমার কবিতা রেবা, পড়েছ কী তুমি
স্বপ্ন-শোভন মদির নয়নে চেয়ে ?
বুঝেছ কী বেদনায় মোর মনোভূমি
বন্ধ্যাধূসর ভাষায় উঠিছে নেয়ে ?

অনেক বিপন্ন হাসি হাসিয়াছে তারা
মূর্খ সাহসে হৃদয়েরে ভেঙেচুরে।
যদি সেই শ্লেষগুলি পায় তব সাড়া
লগ্ন অতীত প্রগাঢ় নয়নে ঘুরে :

আমার কবিতাগুলি রেবা সেইক্ষণে
রুদ্ধ দুয়ার খুলিবে দেহের পারে ;—
কামনার মত তারা জ্বলিবে গোপনে
মত্ত মদিরা- শিখায় স্মৃতির তারে।

পরিমিত জীবনের মৌন অবসানে
মৃত্যু জানি না কী বাণী শোনাবে চুপে,
পৃথিবীতে যতদিন বাঁচি কাক-স্নানে
স্বপ্ন-শোভন হে প্রিয়া ঘুমের রূপে

চুপি চুপি ছেয়ে যেয়ো মোর কবিতায়।
স্তব্ধ নিথর সুরভি ছড়াবে মনে :
আমার কবিতা রবে তারি কণিকায়,
দীপ্ত আঁধার —জোনাকির শিহরণে।

আমার কবিতা রেখা
লগ্ন-অতীত
বুঝেছ কী বেদনায়
বন্ধ্যা-ধূসর

পড়েছ কী তুমি
প্রগাঢ় নয়নে চেয়ে ?
মোর মনোভূমি
ভাষায় উঠিছে নেমে।

নবচতুর্দশপদী (২)

হব না পথের কাঁটা প্রিয়, কদাচন :
মনে মনে এই ভিক্ষা করেছি যাচন।
ঘৃণার অতলে হোক প্রেমের কবর ॥

আমারে শিকার করে দেহের শবর
কামের তূণীর হতে। পাইনে খবর
ইন্দ্রিয় পরিখাপারে তোমার পথের ॥

তবু আমি রজ্জুধারী ও-রম্য রথের
হ'তে চাই। কারুজীবী নব জগতের
হে প্রিয়, আমারে কর। এ শূন্য শরীর

পারে না ভরিতে আর গন্ধ কবরীর :
জীবনের পদশব্দে হয়েছে অস্থির।—
প্রেম মোর ব্যক্তিসত্ব করেছে নীলাম ॥

তোমার বলিষ্ঠ হাতে এ দেহ দিলাম!
ঘৃণার অতলে হোক প্রেমের কবর ॥

নবচতুর্দশপদী (৫)

এখন সংসারে দেখি সুরম্য রাত্রিও !
দরিদ্রের ছিন্ন কাঁথা, সেও তো আত্মীয় ।
প্রেম যবে 'না' বলেছে ত্বলায়ে নোলক ॥

মহানন্দে পথে পথে বাজাই ঢোলক ॥
নির্বিচারে চেয়ে দেখি, মাটির গোলক
আমারি মতন ঘোরে ঃ খড়ের বাছুর !

হাত মোর অসম্ভব হয়েছে আজুড় ।
প্রাণের অমৃত ভাঙে শুধু চানাচুর !—
গজভুক্ত কপিত্থ সে পড়েছে ধূলায় ॥

পুরানো স্মৃতিরা ঘোরে শত আরস্তুলায়
মনের ফাটলে বটে, শিহর বুলায় !
তবু সে বীভৎস বাসি ঃ প্রণয়ের ভূত ॥

ঋণ শুধু দেহ,—নেই কল্পনার সুদ !
মহানন্দে পথে পথে বাজাই ঢোলক ॥

('টবের ফুল)

তাম্রসান্ধ্যা নয়নে তোমার উত্তাপ কোথা পাই ?
পরিচর্যা ও আদরে যদিও হয়না-ক' মোটে ভুল !
বন্দী মাটিতে গুটানো শিকড়, জীবনের সাড়া নাই।
তেতালার ঘরে ছায়া দিল শুধু চিন্তার কালো ঝুল ।
আমার এ গানে হৃদয়ে তোমার জোয়ার এল না তাই !....
আবেগ-নিথর কপালে জমেছে শিথিল বেণীর চুল
মুখোমুখি চাওয়া তুমি আর আমি,—শীর্ণ টবের ফুল !

(প্রেম)

মন অঙ্গনে কত যে খাবার ছড়ালাম এতদিন !
আকাশের ডাকে ডানায় তাহার তবুও উঠেছে ঝড় ।
নষ্টনীড়ের শ্রীহীন দীনতা ছেড়ে হ'ল উড্ডীন ।
গুঞ্জন-ঘন তন্দ্রায় বুঝি নেই তার অবসর !—
ঝরা-পালকের শাণিত স্মরণ কাটে মোরে ক্ষমাহীন ।
শ্লথ-জীবনের নরম খাবারে ভরিল না অন্তর
বজ্রের নভে খোঁজে তাই বুঝি চিরপলাতক ঘর ।

(প্রণয়)

স্বপ্ন শিয়রে আনে শিহরণ আজো ও প্রেতচ্ছায়া !
মর্মে মর্মে কুটিল ঘৃণার বিবমিষা ঠেলে ওঠে !
ভাবি, একদিন তুমিও ঘুরেছ ধরে প্রার্থিত কায়া,

কণ্ঠে তোমার বাহু প্রসারিতে দ্বিধাও জাগেনি মোটে?—
ভোগাবসানের লোলচর্মেতে টুটেছে সে গাঢ় মায়া।
বহু যামিনীর বিলাসবহ্নি কালি হ'য়ে চোখে ফোটে।
ফেলে-আসা মম অজাচারী পাপ চরে সে পিছল গোঠে॥

মৃত ও ছায়ামৃত

(১)

আমার যে দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলায়,
যে-বাতাসে ঢেউ তুলে কণ্ঠ মম বলেছে 'বিদায়',
যে-কণ্ঠ ঘিরেছে তব শুভ্র বাহু স্বপ্নে-দেখা কুমারীর প্রায়,—
সে নিশ্বাস, সে বাতাস, সেই কণ্ঠ স্বপ্ন নয়—তবু স্বপ্ন—
অবাস্তব, এখন কোথায় ?

এখন নিশ্বাস ফেলি বাঁচার নিয়মে,
নিয়মের কাটা ধরে একে-একে কণ্ঠে কথা জমে,
কথার প্রাচীর তুলে বসন্তসেনারে আজ রুখি কোনক্রমে ;—
নিয়মের কাঁটা ধরে কথা ব'লে শ্রেয়র গড্ডল পথে
যাত্রা ক'রে ভুলি প্রিয়তমে।

(২)

তোমার যে-বেদনায় কেঁদেছে নয়ন,
যে-নয়নে আমি কত স্বপ্নজাল করেছি বয়ন,
যে-স্বপ্ন ছিঁড়েছে যেন হঠাৎ-বাতাস-লাগা মেঘের মতন,—
সে বেদনা, সে নয়ন, সেই স্বপ্ন ভাঙেনি হঠাৎ, তবু
ভেঙেছে সে,—কোথায় এখন ?

এখন বেদনা তব শুধু শারীরিক,
শারীর-নয়নে তব কল্পনার স্বপনও অলীক,
অলীক—স্মরণ-পথে স্বর্ণরেণু সান্ধ্যবৃষ্টি ঝরাও অধিক ;—
মননবিহীন স্থূল-কায়িক স্থিতির চাপে তোমারো জীবন যেন
ছায়ামূর্তি ঠিক।
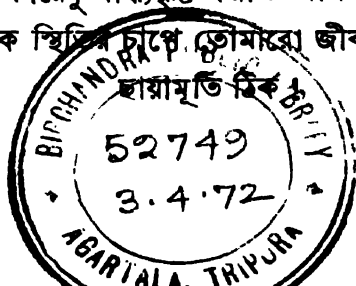
রাত্রি ও রেবা

হে প্রিয় রাত্রি, প্রেম-নিলয়,
হ'লো কি সাঙ্গ পৃথিবী জয়।
স্নায়ুতে তোমারই সুরভি বয়,
যাচে তোমারেই মর-হৃদয়,—
হে প্রিয় রাত্রি, প্রেম-নিলয়।

এখনো কি, এখনো কি জেগে আছে নিদ্রাহীন রেবা
তোমার তুহিন বক্ষে, হে রাত্রি আমার,
মূঢ় প্রতিবেশিনীর চিত্রার্পিত বাতায়ন-বিলাসের মত?
ঐ স্তব্ধ মর্মরিত অগাধ উদ্ধত
স্মৃতির বৃশ্চিক বন্যা তাহারে কি স্পর্শ করে? ত্রস্ত করে
নয়ন তাহার—
বল বল হে রাত্রি আমার,
এখনো কি, এখনো কি জেগে আছে নিষ্পলক রেবা!

স্নায়ুতীরে যেন বুদ্বুদ প্রায় উঠিছে মুখ:
শ্রান্ত কোমল, ঝঞ্ঝা-পীড়িত কি উৎসুক।
কারো আছে শুধু বিদ্রূপভরা শূন্য বুক,
কারো বা মেদুর স্বপ্নের মত নিরীহ মুখ,
ডোবে আর ভাসে—ভাসে আর ডোবে—উথলে বুক;
তবু তারি মাঝে রেবার নয়ন কী উৎসুক!

জানি জীবনের নীতিবিশারদ সভয়ে
নিরাপদে যাবে বিদ্রূপ হেনে। টানবে

গড্ডলিকার মৃত্যু যূথে। দিগ্বলয়ে
আমার সূর্য-তবু নব ঊষা আনবে।

জানি, আমি জানি,
প্রেমধ্বজ জীবনের মেরুদণ্ডহীন ঘৃণ্য গ্লানি
আত্মার অগ্নিরে করে নিরন্তর স্তিমিত, অস্থির,
নিরুত্তাপ। জানি পৃথিবীর
নির্ধারিত কক্ষপথে উন্নতি, উচ্চাশা, শান্তি, সুখ—
তারো চেয়ে সুনিশ্চয় সমাজের প্রহরা কৌতুক।
জানি। তবু জানি
সূর্যের ঔরসে আর ধরিত্রীর গর্ভে যার বাণী
সে নহে নিশ্চিত শান্তি,—ত্রস্ত ক্ষুব্ধ জ্বলন্ত উধাও,
সে চির অবাধ্য প্রেম। তারি বীর্যে পাও
লেলিহ আত্মার বহ্নি, তীব্র অনুভূতি,
তোমার স্নায়ুতে রক্তে জাগে তারি প্রজনন দ্যুতি।
চৈতন্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে তারি রুদ্ধশ্বাস নাম,
'হে প্রেম, আত্মার অগ্নি,—জন্মসূত্র কাম!'

রাত্রি যায়, রাত্রি যায় ক্ষীণ হলো আঁধার উৎসব।
পৃথিবীর প্রান্তে যেন ভেঙে পড়ে আলোর অসহ্য কলরব।
আরো গুটিকত পল, দণ্ড দুই পারো নাকি দিতে
আসন্ন জাতক এই দিবসের আয়ু হ'তে একান্ত নিভৃতে
আমার রাত্রির ভাণ্ডে স্মৃতিগর্ভে অশ্রুর মতন,
অনাগত হে সূর্য, পূষন!
রাত্রি যায়, রাত্রি যায়, ঘুমাও ঘুমাও রেবা আজ
ওই দেখ জেগে ওঠে তীব্র আলো বিচক্ষণ বৃশ্চিক সমাজ।

*　*　*

রাত চলে গেল, প্রখর আলোয় সঙ্গীহীন
ঘুরি বিষণ্ণ।　কথা বেচা-কেনা সারাটা দিন।
(শুষ্ক ঘাসের বুকে বাতাসের সঞ্চারণ
মাঝে মাঝে বটে রেবার নামটা করে স্মরণ !)
রাত চলে গেল প্রখর শ্মশানে এ মরা দিন।
ঘুরি বিষন্ন সূর্যের মত সঙ্গীহীন।

অক্রূর-সংবাদ

আমি যাই।
নির্বোধ কৈশোর স্বপ্ন আর নয়, ব্রজবাসী, নয়।
এ পৃথিবী রাত্রিগর্ভ, এ জগৎ ডাকিছে বৃথাই ;
কক্ষচ্যুত আমার হৃদয়।
নীরন্ধ্র পেশল দিন অষ্টভুজে টানে। আমি যাই।
শোণিত শিহরে যেন দূরাগত ঝঞ্ঝার প্রলয়॥

গোকুল গোধূলি-ম্লান হবে জানি। জানি, যদি আমি যাই
দগ্ধ হাসি জীবনের সে করুণ তমিস্র প্রহর।
বিষণ্ণ যমুনা আর কদম্ব নিথর
(হায় বিনোদিনী রাই !)
এ রসতীর্থের শবে ক'রে দেবে নিরুত্তাপ ছাই॥

তবু, তবু আমি যাই।
আত্মরত সুখ-নীড় আর নয়। নয়
বিচ্ছিন্ন অলস স্বপ্ন, গোচারণ, নিকুঞ্জ প্রণয়,
(ক্ষমা করো রাই !) ;—
বাস্তবের নখদংষ্ট্রা উদ্যত হয়েছে যেইখানে
সেথায় আহ্বান মোর। দলিতের রক্তস্নাত সে হিংস্র মশানে
আমার জগৎ যেন নবরূপে জাগিবারে চায় ;
এ পৃথিবী স্বাদহীন, এ জগৎ কাঁদিছে বৃথাই।
কর্মঘন উদ্দীপনা উদ্বেলিত স্নায়ুতে শিরায়।
আমি যাই॥

কোনো এক বিশেষ দিনের প্রার্থনা

এখানে ক্ষণেক
থামাও তোমার রথ, মহাকাল! জীবনে অনেক
বেদনার বিস্ফোরণে ছত্রভঙ্গ হবে জানি পথ ;
পদাতিক মুহূর্তেরা পাবে না দুর্গের ছায়া নিশ্চিন্ত, বৃহৎ ;
ভগ্ন মনোরথ, বহুবার হব পরাজিত
তোমার কুটিল চক্রে ; হব আবর্তিত
তোমার জটিল ছন্দে, উত্থানে পতনে কতবার!
বেদনার সেই ইতিহাস, সে তো আছে চিরকাল,
চির মুক্ত তোমার দুয়ার।

ক্ষণেক বিস্মৃত হও, ধীরে হও, হে কাল থামাও
তোমার ঝটিতি গতি তুরঙ্গের বেগ। যাও, হেথা দিয়ে যাও
মুহূর্তের উদ্ভাসিত পূর্ণ পরিচয়।
হোক বিচ্ছুরিত ঘনান্ধ রাত্রির ভালে প্রভাতের প্রসন্ন বিস্ময়
ক্ষণতরে। জানি তারপর
ভেঙে যাবে এ বিলাস, তারুণ্যের স্বপ্নাহত এই খেলাঘর
বৃহৎ সংসারে হবে লয়, দিনগত ক্ষয়।
তার আগে, যৌবনের এই অনুরাগে, এই ভয়
থরো থরো সংশয়ের সন্দেহের আগে
তোমার আবর্ত ঝঞ্ঝা যেন থামে; জাগে
ক্ষণেক শ্যামলমনে বনছায়া প্রেম ;
ধরণীর ধূলি যেন জ্বলে ওঠে রাগ রক্তহেম
উদয় সমুদ্র তীরে, বালুকার শিরে শিরে, এই শুষ্ক হৃদয়ের
কণায় কণায়।

নামে যেন আশীর্বাদ পরিপূর্ণ হাত।....

বারেক এখানে থামো।   হে কাল, হে কৃপাহীন বেদনা প্রপাত!
ভাঙো ভাঙো ঘন অবসাদ, মধুময় করো তনু মন।
মধুগর্ভ এ মুহূর্তে প্রাণ-পদ্মে ফোটে যেন জ্যোতির্ময়
আমার ভুবন॥

প্রেমের প্রতি

জীবনে দিন যদিও আসে,
বহুর মাঝে একা,
সবার মাঝে পেয়েছি তার
প্রণয়ঘন দেখা,
তবু তো কোনো আবেগে তার মেলেনি পরিচয়।
জটিল না না জরুরী কাজে নিজেরে করি ক্ষয়।

হঠাৎ আজ গভীর রাতে
ক্ষুধিত ডাক দ্বারে
এনেছে এ কী জীবন ছোঁয়া
বিরাট বেদনারে !
ভেঙেছে বাঁধ আপন-পর, বুঝেছি যে বৃহৎ
আবেগে ঘর ছেড়েছি, ঘর ফেরারও সেই পথ।

উদয়-রাঙা প্রভাতে তাই
মিলেছি জনতায়।
রেখেছি ধ্রুব আশার নীড়
তোমার মমতায়।
সবার ভালবাসার মাঝে তোমার ভালবাসা
বিবিধ সুর সংযোজনে একটি পাবে ভাষা॥

পাওয়া

এখন বিষণ্ণ যদি, কবে ছিল জীবন মধুর ?
শুধু এই খেয়াপার, ক্লান্তি থেকে ক্লান্তির উদ্দেশে ।
বসন্তে ক্ষণিক যদি লাগে প্রাণে উল্লাসের সুর,
বিদীর্ণ-গ্রীষ্মের ঝড়ে সে আনন্দ ক্ষণিকেই মেশে ।

কখনো হৃদয় থেকে স্বপ্ন যদি স্বর্ণ-শতদল
গ্লানি পঙ্ক ছেড়ে খোঁজে সূর্যের আকাশে বরাভয়,
উজ্জ্বল প্রহরে কিছু হাসে বটে পরান-পল্বল,
সায়াহ্ন আঁধারে তবু আছে তার তীব্র পরাজয় ।

আদিগন্ত বেদনার ফণা তোলা সমুদ্র ভেলায়
যদি আসে ক্ষণ-দ্বীপ, মুছে যায় আশ্রয়ের সীমা ।
কী শান্তি সেখানে আছে অত্যাচারী নিষ্ঠুর খেলায় ?
সৈনিকের হত্যাব্রতে প্রেম দেয় কী তুচ্ছ মহিমা !

আমি তাই খুঁজি এক অভাবিত দিনের ঠিকানা,
যেখানে জীবন তার প্রতি পদে রচনা না নিষেধ ।
আমার বিষণ্ণ স্বপ্ন পার হয়ে অন্ধ তার মানা
মিলিত প্রভাবে যেন ভরে দেয় সকল বিচ্ছেদ ।

আমাকে পাইনে আমি, যদি তুলি আপনার স্তব ।
পৃথিবী বিপুল, তার সুষমার নাড়ীতে নাড়ীতে
সাড়া যদি পায় এই শীর্ণ মূল জীবন পাদপ,
আমার উল্লাস তবে ছায়া দেবে দগ্ধ পৃথিবীতে ।
হয়তো তখন পাবো মঞ্জরীতে আনন্দ আসব ॥

ঘর বাহির

তোমার ঘরে প্রদীপ জ্বলে। আলোর চেয়ে ধোঁয়া
অধিক। আমি ঘরের স্মৃতি নিবিয়ে পথচারী,
গম্ভীর আলো-অন্ধকারে হয়তো যাবে ছোঁওয়া
পুরনো দিন তোমার ঘরে। আমার নেই বাড়ী!
পথিক সহচারীর স্নেহ তাইতে বুঝি কাড়ি!

অনেকে যারা চির পথিক, আধেক কথা শোনে।
ছিল না ঘর, ঘরের স্মৃতি বোঝে না মোটে তারা।
তুমিও পুরো পথিক নও, ঘরের আশা বোনে,
এখনো মায়াতন্তু মনে। আমার মতো যারা
খানিক পেয়ে পেল না সব, খুঁজি তাদের সাড়া।

তবুও আছে কিছুটা মিল তোমার ঘরে, আর
আমার ঘর-ছাড়ানো পথে—প্রতীক্ষার চাপে;
খুঁজেছি আমি পথের শেষ, খুঁজেছ তুমি দ্বার।
তোমার মনে আমার মনে একই আশা কাঁপে।
আমার চলা সাঙ্গ হ'লে তোমার পথ পাবে?

আমার পথে তোমার ঘরে ক্ষণিক সেই মিল,
তোমার হ'লে যাত্রা শুরু আমার হবে শেষ।
এসেছি সেই ক্ষণিক যোগে দেবে কি তুলে খিল?
দুয়ারে এসে দাঁড়ালে পথে ক্ষণিক উদ্দেশ
পাবে আমার। যেখানে শেষ, সেখানে উন্মেষ!

প্রত্যাগমন

বৈপ্লবিক চিন্তাজালে পিষ্ট আমি দিবস রজনী।
এ জীবনে শান্তি নেই, নানা ছাঁদে রুদ্ধ অবকাশ।
তবু কেন কেঁপে ওঠে নিপীড়িত আদিম ধমনী,
শীতার্ত বনানী ছেয়ে জ্বলে কেন অবাধ্য পলাশ ?
আমি যে বিমুক্ত! নেই পলায়নে সে রম্য আশ্রয়।
হৃদয়ের অলি গলি পরিচিত বস্তির মতন
নিরানন্দ ছকে ঘোরে। প্রতি পদে ব্যাহত বিস্ময়।
তবু এ রহস্য কেন স্বপ্নায়িত করে তনু মন ?
কেন আনে আবিষ্ট উল্লাস ? আমার রয়েছে কাজ,
আছে চিন্তা, বিরোধ অনেক—প্রশ্ন সর্বাধিক।
এ দুই জিজ্ঞাসু চোখে জীর্ণ লাগে স্থাবর সমাজ ;
সংগ্রাম সংকুল পথে চলি আমি উদ্বিগ্ন পথিক।
আমার বিশিষ্ট মন স্বতন্ত্র স্বপ্নের পরিসর
পায় নি' কখনো! তাই প্রেম ছিল বাহির দুয়ারে।
সার্বজন্য আবেগের মিছিলে ছেড়েছি নিজ ঘর ;
জেনেছি সে স্বার্থপর যে-খোঁজে একান্ত আপনারে
যুগান্তিক এ দুর্যোগে। তবু আজ এ কি বিপর্যয়!
জাগে মনে বেদনার রোমাঞ্চিত নিবিড় সুবাস।
সীমান্ত প্রবাসী সৈন্য শিবিরে কেন যে জেগে রয়!
রক্তাক্ত প্রান্তরে সেকি স্বপ্নে দেখে আপন আবাস,
প্রিয় পরিজনে ঘেরা প্রত্যাগত শান্তির সুদিন ?
আমার বেগান্ধ দৃষ্টি শুধু অগ্রগতির নেশায়
গতির সার্থক সীমা কোথা ভুলে ছোটে লক্ষ্যহীন।
জটিল পথের বিঘ্ন টানে যেন দুর্বোধ্য ভাষায়,
মুছে যায় যাত্রা বিন্দু, দূর হতে দূরে চলি ভেসে।

সহসা বুঝি বা তাই প্রস্তরিত হৃদয়ের ফাঁকে
আনন্দিত কিশলয় জেগে ওঠে অপূর্ব উন্মেষে ;
নিবিড় শ্যামল ছন্দে মৃত্তিকার স্নেহবন্ধে ডাকে
ভ্রষ্ট নীড় বিহঙ্গকে। মিশে যায় পৃথিবী-আকাশ
সে নব আশ্রয় শাখে। সীমা শূন্য স্বাক্ষরের দাবী
শান্ত হয় সে জগতে। জাগে বুঝি তারই পূর্বাভাষ ?
জানায়, সকল ধ্বংসে থাকে এক সৃজনের চাবি,
সংগ্রাম নির্বোধ, যদি না থাকে জীবনে ফিরে আসা।
সর্বাঙ্গে শিহর তুলে এ দুরন্ত উল্লাসের সাড়া
জাগায় প্রেমের স্বপ্ন, বিপ্লবের পূর্ণতম আশা।
যেখানে বাহির মেশে, বাহিরে যে ঘর পায় ছাড়া,
হে দৃঢ় গহন মুষ্টি ! দিলে কি সে মুক্তির ইশারা ?

ঝড়

সান্ধ্য আকাশে ছিল কি গোপন অরণ্য ঠাসাঠাসি!
ফিকে-ঝাউ নীল, গাঢ় দেওদার, ঝাঁকে পলাশের লাল।
সহসা সে বনে ছুটেছে ঝড়ের সওয়ারী অট্টহাসি,
বর্শাবিজলী কালো মেঘে বিঁধে ছোটায় হাতির পাল।
গজমোতি ঝরে শিলাপাতে, ছেঁড়া ডাল পাতা কচি মেঘে।
শাখাকাণ্ডের ঘর্ষণে জ্বলে অস্তাচলের বন।
রঙ-ছোপ ছোট মেঘেরা হরিণ, ছুটেছে হঠাৎ জেগে।
ঢেউ মেঘ চলে অজগর, শিরে সাতটি রাজার ধন।
আকাশের বনে উদ্দাম ঝড়ে জাগে কত পশুপাখী!
রূপের শবর সেখানে যতো না ছুঁড়েছি কামনা বাণ,
হাউই-এর মতো পুড়ে ফিরে আসে ব্যর্থতা রেখা আঁকি।
আকাশের বনে শিকারের নেশা দিয়েছে তূণীরে টান।
তুমি হাতে ধরে দেখালে সেদিন নম্র মাটির ঘরে
রূপের আঙিনা ভরে ওঠে কোন্ মৃত্তিকাচারী ঝড়ে॥

প্রস্তাব

প্রেম মুকুলিত কৈশোরে কবে প্রজাপতির
পেছনে ছুটেছি বর্ণ মাতাল, ফুল থেকে ফুলে ;
কবে নিজে প্রজাপতির আসনে নব যুবতীর
চোখ ছুটিয়েছি, মন ফুটিয়েছি, গিয়েছি ভুলে।

আবেগ এখন কাঁপায় এমন—তুরঙ্গ নয়—
ভাঙা ঝরঝরে ট্যাক্সির মতো, গতির চাপে
অপটু শরীরে বিক্ষোভ যেন! ভীরু প্রণয়
উধাও। নিটোল বিজ্ঞ ও বাঁকা হাসির মাপে
মেপেছি হৃদয়—সাদা জল দিতে যে ভদ্রতায়
গয়লারা দুধ মাপে, ফাউ দেয় ; চুপচাপ দেখি
সে অক্ষমতা বুকে চেপে ; আর যে তুচ্ছতায়
চার আনা দামের এক টাকা হারে একশ' মেকি
টাকারি বেতনে ভদ্রতা ঢাকি ; সেই আবরণ
কালো পর্দায় ঢেকেছে সদর-অন্দর! তাই
প্রেমের চাহনি আনে না পাওয়ার যাদু শিহরণ।
ভিড়ের যাত্রী, চোখে-চোখ রাখা কথাকে ডরাই—
চমকাই—যেন, আয়নায়-ছোঁড়া রৌদ্র ঝিলিক
ছিঁড়ে দেয় ভিড়ে চলার গড্ডালিকার দড়ি।
ছত্রভঙ্গ স্বাধীনতা তাই লাগে যে অলীক!
পুরনো দিনের তরল প্রেমকে স্মরণ করি।
চোখে-চোখ রেখে যখন ভাষার স্বপ্নসেতু
জড়াতো হৃদয়-মনকে, যখন কালের মাপে
বাঁধা পড়তো না গতিতুরঙ্গ সে মীনকেতু,
কোথায় সেদিন? দলিত দ্রাক্ষা প্রেমের চাপে

কাঁপত যেদিন; জ্বলত যেদিন প্রজাপতির
অন্ধ আবেগে? হায়রে, সেদিন গিয়েছি ভুলে।

এলে কি তুমি সে সোনার চাবিটি অমরাবতীর
হাতে নিয়ে? নয় অতীত স্বর্গ, দাও তো খুলে
ভবিষ্যতের পাহাড়িয়া পাকদণ্ডী পথে
নতুন বসতি গড়ার সাহস। তোমার প্রেমে
শিকল তোলা এ হৃদয়ে নামুক হাজার স্রোতে
পথিকের ধারা। আসে যেন পথ দুয়ারে নেমে।

তোমার মনের চাবিতে খুলবে মনের কপাট।
রুক্ষ বন্ধ্যা মাটি যেমন মেঘের জলে
জীবনের সাড়া শ্যাম-সমারোহে ভ'রে দেয় মাঠ,
সুস্থ প্রেমের আবেগে তেমনি উঠবে ফ'লে
কাজের স্বপ্ন। প্রাণযাত্রার অন্নজলে
দলিত দ্রাক্ষা প্রেমে দেখা দেবে ফসলের হাট॥

দোল পুর্ণিমা '৫২ সাল

সময়ের অন্ধকারে দিশাহারা মন
বারে বারে ফিরে চায় সে মুহূর্তগুলি।
স্মৃতির কুঙ্কুমে রাঙা স্বপ্নের প্লাবন
খোঁজে সেই অতীতের দুরন্ত গোধূলি ;
পাশাপাশি পথচলা ; প্রত্যাশা মুখর
নীরব কম্পিত বুকে চোখে চোখ রাখা
হঠাৎ প্রেমের বন্যা ; কামনার ঝড়
জ্যোৎস্নার অশান্ত নীলে ; কানে কানে ডাকা !

সে দিন কি ফিরে আসে ! সময় নির্বোধ
রেখে যায় শুধু স্মৃতি বর্বচারী দিনে।
দুর্বল দৃষ্টির তীরে সে উজ্জ্বল ফাঁকি
সোনার বুদ্বুদ ! তবু তোমার অচ্ছোদ
প্রেমের মানসে যাতে পাই পথ চিনে
সে লাগি স্মৃতির এই মানচিত্র আঁকি ॥

লিখন

স্বপ্নে আমাকে ডেকেছে যে-জন পাহাড়িয়া মেঘ নীলে
কুয়াশার ধোঁয়া ঝরা পাতা ঘেরা ছায়াবীথি যাত্রায়
বুঝি তারই ছায়া হেলঞ্চ ঘন পদ্ম পাতার বিলে
শ্যামাঘাস ভিড় ঠেলে ভেসে ওঠে শারদীয় জ্যোৎস্নায়।
গোধূলি নদীর পানি ভরানিয়া ঘাটে ঘোমটার ফাঁকে
কৃষাণীর চোখে স্বর্ণকুম্ভ সূর্যের উপহার
যে-যাদুমন্ত্র রচে তারই মাঝে পাওয়া যাবে বুঝি তাকে,
ধানের সবুজে প্রেমের আবীর সে আকাশে একাকার।

এতো কাছে, তবু তাকে পাওয়া ভার। শিশিরের মতো জলে
ক্ষণতরে তার কৌতুক, মাতে মাহ ভাদরের বানে।
চৈত্র দিনের মাঠে মাঠে তার বেহিসাবী খেলা চলে ;
ঘূর্ণি-ধুলোয় ঘুরে ঘুরে ছোটে কোন্ মরীচিকা টানে !

জেনেছি, এ-জনে সহজে পাব না স্বপ্নের মতো করে।
স্মৃতির দেয়ালে রেখা টেনে তাই স্বপ্নেই রাখি ধ'রে॥

নদীর মুক্তি

মুক্ত প্রেমের প্রান্তরে করি খেলা।
পিছনে অতীত পাথুরিয়া অজগর।
গিরিপথে বনে কেটে গেছে কতো বেলা,
আজ খুঁজে পাই আপন জনার ঘর।
তুষার চূড়ার কুয়াশা বারুদে লাগে
ঝাঁকে ঝাঁকে তীর সূর্যতূণীর হ'তে,
প্রাগৈতিহাস সৃষ্টির সাড়া জাগে
প্রথম প্রেমের সহস্র-ঝোরা স্রোতে।

এ বেদনা ভার কোথা রাখি ভাবি তাই।
উদ্বেল মম ধমনীতে খুঁজি দিশা।
সহসা তোমার প্রান্তরে সাড়া পাই,
দগ্ধ মাটির বুকে মিলনের তৃষা।

দু'কূল ছাপানো প্রেমে পলিমাটি-বানে
মুক্তি আমার হাসে আজ সোনা ধানে॥

সাঁওতালি-সন্ধ্যা

সারাদিন ঢাকা বৃষ্টির ধোঁয়া, নীল ওড়নায়
জরি কুচি কুচি ঝরে, মুছে যায় দৃষ্টির সীমা।
হঠাৎ সন্ধ্যা উপকূলে যেন হাওয়া মোড় নেয়!
সূর্য ফিরেছে যে দ্বারে ব্যর্থ, রাতের মহিমা
খুলেছে কপাট, কাঁপে সমুদ্র সে নববধূর
উদ্বেল শিরা উপশিরা লালে ঢেউ করতালি।
মুদিত প্রেমের চোখে বাঁধা দূরে চন্দ্রমুকুর,
চুলের আঁধারে জ্বলে একে একে তারার দেয়ালি।

রাত্রিদিনের সন্ধি! রাত্রিদিনের মাটিতে
জোয়ারের মতো ভেঙে পড়ে, রাঙারাত্রি আমার
ছড়ায় সোনার আঁচলে, হাল্‌কা মেঘের শাড়ীতে
জড়ানো চিকন দেহ, থরো থরো যৌবনভার।
ফেরে তামা-ঘট মাথায় ঘরকে লাল পথ বেয়ে
মাত্রা ছন্দে ঘুরে ঘুরে একা সাঁওতালি মেয়ে॥

কেন-যে হৃদয় ভুলে

কেন-যে হৃদয় ভুলে বার বার ঘুরি অন্যমনা
ভিক্ষার দরিদ্র বেশে, কেন-যে এখনো স্বপ্নসাধ
সাজায় তোমাকে রত্নে (ভুলে পরকীয় সে গহনা
প্রেমের অযোগ্য !) কেন প্রতিদিন চৌর অপবাদ
মানি, কেন এ-কাঙাল মন স্বকীয় রক্তের বীজে
জন্ম দিতে পারে না সে তরু, ঊর্ধ্বে যার মহাকাশ
রৌদ্রস্নাত নীল, নিম্নে যার মূল স্মৃতির খনিজে
মগ্ন, মুহূর্তে মুহূর্তে সূর্য-ও-মাটিকে যে প্রয়াস
পাতার মুঠিতে বাঁধে, মেলে দৃপ্ত সৃষ্টির রাগিণী
সবুজ প্লাবনে, আহা, কেন সেই প্রাণের আদিম
বিদ্রোহের অলঙ্কারে হে প্রেয়সী তোমাকে বাঁধিনি,
বাজেনি সর্বাঙ্গে কেন শ্যামাগ্নিরসে রুদ্রডিণ্ডিম।

এ আমার অক্ষমতা। বালুডাঙ্গা হৃদয়ে ধুতুরা—
নাও তাই। ও-বসন্তে দেব রক্তফাটা কৃষ্ণচূড়া॥

স্বীকার

ভুলে গেছি, এ কি অভিযোগ, প্রিয়তমা ?
তুমি ভাবো—মনে হাজার লোকের ভিড় !
জীবিকার হাওয়া কত ফাঁকি করে জমা,
পাখী ভোলে তবু আপন শাখার নীড় ?

সেখানে তো শুধু প্রয়োজন নয়, ছুটি !
তৃণে তৃণে টানা মমতার রচনায়
জাগে নীড় ; ফেরে অন্ধ ঝড়ের মুঠি ;
এ-ওর হৃদয়ে মেটে উভয়ের দায় ।
স্মৃতির ক্ষমায় ঢেকে দেয় যতো ত্রুটি ॥

ভুলিনি, ভুলতে পারি না, কী ক'রে ভুলি ?
তুমি ছাড়া আমি অতীত-হারানো ধাঁধা ।
আমরণও যদি স্মরণের জট খুলি
তবু তুমি রবে জীবনের ঢেউয়ে বাঁধা ।

পদ্মা আমার ! ব্রহ্মপুত্র আমি
যেদিন তোমাকে টেনেছি এ বুকে, প্রিয়ে
মিশে গেছি— জাগে মেঘনা—কী ক'রে থামি !
আমরা দুজনে পাড় ভাঙ্গা মাটি দিয়ে
গড়ব সাগরে নতুন দিয়ারী, প্রিয়ে !

যখন প্রচণ্ড রোদে

যখন প্রচণ্ড রোদে দুই চোখে ঝাঁ ঝাঁ অন্ধতার
নামে পীত যবনিকা, মধ্যাহ্নের ব্যস্ততার জ্বালা
চৈত্রের আঁধির মতো হানে তপ্ত বালির প্রহার
মনের দিগন্তে, কিম্বা যখন হতাশা ঢালে গালা
স্বপ্নের চিঠিতে (বন্ধ লেফাফায় থাকে অপঠিত
সোনার লিখন, যার অবরুদ্ধ প্রতিটি অক্ষর
দুরন্ত মুক্তির বীজ নিয়ে তবু প্রত্যহই মৃত !)
অথবা যখন ভাঙে ইস্পাতে গন্ধকে ঠাসা গড়
প্রত্যহের আক্রমণে,

তখন দিনান্তে ধুলো মেখে
একবার আস যদি নদীর কিনারে, একবার
সন্ধ্যার সূর্যের লাল আংটির পাথরে যাও দেখে
নিজের আগের মূর্তি—উন্মথিত রঙের জোয়ার
ঢেউয়ের সিঁড়িতে নেচে রক্তে যদি ফিরে আসে, যুবা,
তবে মুক্তি ! হৃদস্পন্দে বাজে তবে উষার দিলরুবা ॥

নির্বাসিতের গান

আবার দু'চোখে এস পরিপূর্ণ স্মৃতির ভূগোলে
সীমায় সীমায় বাঁধা হে আমার শরীরী প্রতিমা !
ঝড়ে বাঁকা নারিকেল পল্লবে তোমারই খোঁপা খোলে,
পদ্মার দুরন্ত বাঁকে প্রাণোদ্ধত গ্রীবার মহিমা ।

তোমার ও-মুখ আজ দ্বিতীয়বার চাঁদের পাণ্ডুর
জ্যোৎস্নায় ধানক্ষেত—যেন রং-মোছা কবেকার
পূর্বপুরুষের ছবি—বিষণ্ণ বিস্মৃত, কত দূর !
পূর্ণিমার ঢেউ ভেঙে এস স্বচ্ছ দু'চোখে আবার ।

তুমি কি জানো না মেয়ে যৌবনের উদ্দাম নিঃশ্বাস
কাঁপায় তোমার বুকে তীরলগ্ন নৌকার গলুই !
আঁধারের হীরাকষে রুদ্ধ এক জলজ উচ্ছ্বাস
তোমার শরীর ঘিরে কাঁদে, তুমি বোঝ না কিছুই ?

কতো হাটফেরা দেখেছি মাঠের পথে দূরে
আঁধার গ্রামের কোলে অগ্নিবিন্দু তোমার প্রদীপ
প্রতীক্ষায় স্থির ; কতো রাত্রিশেষে সোনার মুকুরে
দেখেছি কপালে আঁকো নবারুণ হিঙ্গুলের টিপ ।

তোমার তুলনা নাই, কোমলে কঠোর প্রিয়তমা !
বাংলার মাটির মতো কিছু পলি কিছু বা খোয়াই ;
কোথাও শিশুর মতো পুতুলের খেলা কর জমা ;
আঘাতে জীবন গড়ে, কোথাও বা তুমি সে নেহাই ।

তোমাকে দু'চোখে চাই। এস তুমি, হৃদয়ে কাঙাল
কাটে না স্মৃতির স্বপ্নে। খুলে ফেল ও-অবগুণ্ঠন।
থেমে যাক ক্লান্ত সুর, ছিঁড়ে যাক সানাইয়ের তাল,
দু'হাতে হৃদয় দাও—দাও জলমাটির বন্ধন॥

লক্ষ্যভেদ

বন্ধুরা বলেন প্রতিদিন—
স্বপ্ন আনো প্রেমের আবেগে,
ভিতরে-বাহিরে যতো জ্বালা
ঢেকে দাও নীলাঞ্জন মেঘে।

সবিনয়ে শুনি সে নালিশ—
যেন আমি চাইনে সে-দিন,
যেন বৃথা বৈশাখের মাঠে
উদয়াস্ত আছি অন্তরীণ!

কী করে তাদের বোঝাব-যে
পেতে চাই আমিও আকাশ,
নীপ বনে ছায়া বীথিতলে
প্রেমের বিচিত্র অবকাশ।

আমি শুধু বলি সে বাগানে
যেতে হবে পায়ে হেঁটে আজ,
রাজকন্যা যতই ডাকুক
আমাদের নাই পক্ষীরাজ!

পথেও অনেক বাধা আছে—
রৌদ্র-কাঁটা-রক্তের ধমক,
তবু জানি শুধু এরই শেষে
প্রিয়তমা চেয়ে নিষ্পলক!

আমি তাই ভবিষ্যৎ খুঁজে
মনের তূণীরে ভরি বাণ,
স্বয়ম্বরে প্রচ্ছন্ন প্রেমিক—
লক্ষ্যভেদে ছিঁড়ি বর্তমান।

কোজাগরী

আমারও এ বুকে তোমার ক্লান্তি ঘনায় অন্ধকার,
স্বপ্ন আমার নিভে যায় ঐ হতাশার নিঃশ্বাসে।
তোমার অশ্রুবাষ্পে আকাশ হানে যদি হাহাকার
এ-মনে কী তব তিথি সিঁড়ি ভেঙে পূর্ণিমা উঠে আসে?

জানি প্রিয়তমা তোমার রক্ত-গোলাপের কুঁড়িগুলি
ছিঁড়েছে রুদ্র মাঠের ঘূর্ণি, তোমার আঙিনা জুড়ে
আলপনা-রেখা মুছে জাগে শত আগাছার অঙ্গুলি।
তাই কি দাওয়ায় বসে আজ তুমি চেয়ে আছ ঐ দূরে?

হয়তো দু'চোখে ভেসে ওঠে সেই শিশু-ঘেরা সংসার—
রাত্রির হৃদস্পন্দে ঢেঁকির পাড়ে ব'সে ধান-ভানা,
জ্যোৎস্নায় নদী দোলাত যখন রূপোর চন্দ্রহার,
ভোর হল ভেবে অবুঝ পাখীরা আকাশে মেলত ডানা!

আচমকা সেই স্বপ্নের বুকে বন্যার নোনাজল
নাগিনীর মতো ঢেউয়ের ফণায় ছুটে এল মাঠে-ঘরে,
আমরা কোদালে-মাটিতে-কাদায় বেঁধে সেই হলাহল
ঠেকাতে পারিনি। হৃদয় তোমার কাঁদে তাই প্রান্তরে?

ও-অবসাদের মেঘে-মেঘে আজ ঢেকো না তোমার মুখ।
ক্লান্তি তোমার, ভীরুতা আমার, ভেঙে ফেল দুই হাতে।
দেখ আশ্বিনে সোনার ধানের মাঠে মাঠে উৎসুক
কী বিরাট আশা অঙ্গ ধরেছে কোজাগরী জ্যোৎস্নাতে॥

অনন্যা

স্তাবকের মতো সকাল-সন্ধ্যা
একটি কথাই যদি বলি, তার
কারণ জানবে তুমি অনন্যা,
তোমার উপমা খুঁজে পাওয়া ভার।

জানি বটে তুমি নব ফাল্গুনে
রঙে রঙে আনে যে দাক্ষিণ্য,
চৈত্রের খর তৃষার আগুনে
পুড়ে যায় সেই খেয়ালী চিহ্ন।

জানি ; তবু দেখি দগ্ধ আকাশে
আনো কোথা হ'তে বৈশাখী মেঘ ;
যা-কিছু শুক্‌নো ঝরে যায়, আসে
চিকণ সবুজে দৃপ্ত আবেগ !

এমনি করেই যতো গান গাও
জীবনের সমে রাগিণী তোমার
ফিরে আসে, যেন আকাশে উধাও
পাখী খোঁজে নীড়ে আশ্রয় তার।

অথবা তুমি এ প্রাচীনা পৃথ্বী,
শত হিম যুগে তুষার ঝড়-কে
ছিন্ন করেছ অমিত দীপ্তি
প্রেমের সূর্যোদয়ের খড়্গে !

একটি কথাই বলি তাই, আর
বেশী কী বলব, হে রাজকন্যা,
প্রাণের প্রতীক—কবিতা আমার !
স্বপ্নে কর্মে তুমি অনন্যা ॥

যদি এ ছায়াতলে

কখনো ভাবিনি তো তোমার ভালবাসা
জলের মতো আছে জড়িয়ে মনোভূমি,
সতেজ কচি পাতা জাগে-যে পল্লবে
শিকড়ে আছে তার তোমারই মৌসুমী !

একদা কৈশোরে এসেছে সহজেই
আবেগে আলো কাঁপা সবুজ দিনগুলি ;
শীতের ভ্রূকুটিকে এড়িয়ে, শিশু যেন,
বাড়াতো ডালে ডালে অবুঝ অঙ্গুলি !

মধ্য যৌবনে মোছে সে শ্যামলতা।
আসে-যে তৃষ্ণার দহনে বৈশাখ !
জীবিকা নাগিনীর বিষের নিঃশ্বাসে
জারিয়ে হতাশায় করে সে পরিপাক।

এমন দিনে বল প্রাণের প্রতিবাদে
কৃষ্ণচূড়া জ্বেলে বাঁচাতো কোন আশা,
যদি-না জীবনের প্রেমের আবেগের
বৃষ্টি হেনে যেত তোমার ভালবাসা !

তোমার ভালবাসা মাটির স্নেহ যেন,
মূলের গভীরে সে অমৃত ভৃঙ্গার !
যদি এ ছায়াতলে পথিক আসে কেউ
তোমারই শান্তিতে জুড়ায় মন তার ॥

ভোরের স্বপ্ন

দেখ তপস্বিনী মেলেছে চোখ
হেমকান্তি ঐ মেঘসমাজে !
আজ সূর্যোদয় মধুর হোক,
জাগে স্বপ্ন যেন দিনের কাজে ।

এস রাত্রিশেষে ঘোমটা খুলে,
কর্মঘন আশা দু'চোখে জ্বালো,
শ্রমবিন্দু-ঘেরা কপালে চুলে
মুখশ্রী তোমার মানাবে ভালো !

যদি দীর্ঘ পথে কাতর হই
ক্লান্তি নামে এই অন্বেষণে
পাব যৌবনের মরণজয়ী
স্বপ্ন, আহা, ঐ হৃদয়মনে ।

তুমি বৃন্ত যেন, পাপড়ি আমি ।
দীপ্ত শিখা তুমি, আমি আঁধার ।
দুটি পক্ষ একই আকাশগামী,
দুটি পংক্তি মিলে একই পয়ার

মুক্তি-খোঁজা দিনে প্রেয়সী তাই
ডাকি কণ্টকিত প্রেমের পথে ।
তুমি সঙ্গী হলে কাকে ডরাই,
স্বর্গ জেগে ওঠে এই ধূলোতে !

শুধু এইটুকু

এ ঘরে দিনের আঙিনায় পোড়া বালু
পায়ে পায়ে যন্ত্রণা,
রাত্রির চোখে ধিকি ধিকি অঙ্গার
এ ঘরে কি সান্ত্বনা ?
সকাল-সন্ধ্যা অশ্রুর উপহার !

প্রিয়তমা, এই দুঃখের কাঁটাঝোপে
রজনীগন্ধা নেই,
তবু তুমি ঘোরো ভাঙা বাগানের মাঠে
ফুলের সন্ধানেই ?
আশাহীন, তবু কী আশায় দিন কাটে !

সামনে তোমার দুর্ভিক্ষের ছায়া
বাড়ায় অন্নথালি,
প্রতি দিবসের স্বপ্নের অপঘাতে
প্রতিদিনই জোড়াতালি ;
তবু শাঁখ বাজে, আলো জ্বলে আঙিনাতে ?

কী কঠিন এই সাধনা তোমার মেয়ে !
শত শতাব্দী জুড়ে
যতোবার ভাঙে রাজধানী-প্রস্তর
লুটেরা অশ্বখুরে,
পোড়া গ্রামে যেন তুমিই তুলেছ ঘর।

জল তোলো তুমি আবার ইঁদারা থেকে

কাঠ খোঁজো জঙ্গলে,
কালবৈশাখী ছুঁড়ে দিলে বিভীষিকা
ঢেকে নাও অঞ্চলে
তোমার ঘরের কাঁপা প্রদীপের শিখা !

তোমাকে কী দেব ? তুমি যেন মৃত্তিকা
চির নবযৌবনা,
লাঙ্গলের বিঁধ ঢেকে মাঠে মাঠে ঢালো
বাৎসল্যের সোনা !
শোণিতে তোমার সৃষ্টির রাঙা আলো ।

বলি তাই, তুমি আমাকে রচনা কর !
গনগনে ঐ আঁচে
পোড়াও, পেটাও অগ্নি-হাতুড়ি ঠুকে
ঢালো জীবনের ছাঁচে ।
রাতের স্বপ্ন ফোটাও দিনের বুকে ॥

শীত শেষের কোকিল

মাঘের অন্ধ শীতের নির্জনতায়
হঠাৎ মধ্যরাত্রির বুক চিরে এ কি উল্লাস—
ডাকে উন্মাদ কোকিল !

উদয়াস্তের কংক্রীটে বাঁধা আমার দগ্ধ দিনে
সবুজের সাড়া নেই, দুর্জয় ঘাসের প্রবল মুঠি
তাও বুঝি খুঁজে পায় নাকো আশ্রয় !
শুধু ধুলো আর কঠিন পাথরে যন্ত্রের ঘর্ঘর
প্রতি মুহূর্তে বিঁধে চলে এক সূচিমুখ যন্ত্রণা—
সকালে যে ফুল তুলি সন্ধ্যায় সে দেখি অগ্নিমালা ।

এরই মাঝে তুমি মধ্যরাতের রুদ্ধ কণ্ঠ ছিঁড়ে
এ কি গান, এ কি সুরের বন্যা ছোটাও দৃপ্ত কোকিল !
আমার মনের মরা নদী যেন তৃষ্ণার অঞ্জলি
বালু খুঁড়ে খুঁড়ে মিটিয়ে হঠাৎ পাহাড়িয়া রাঙা ঢলে
নবযৌবন-বেদনায় অস্থির ।
মনে হয়, পাখী, এ নয় তোমার কালো কণ্ঠের ডাক
এ যেন রাতের গোটা আধারের বিহঙ্গ উল্লাস
আমার বুকের পাথুরে দেওয়ালে আছড়িয়ে ভাঙে ঢেউ,
মনে হয়, আহা, এ যেন আমারই গান !

অঙ্গীকার

শুধু কি আমারই আর্তি
তুমি সুখে আছ ?

আমি যে তোমার কাছে পৌঁছতে পারিনি
ব্যর্থতার সেই গ্লানি ইঁটের পাঁজার মতো জ্বলে ধিকি ধিকি ;
আমার আবেগে তারি আঁচ, আমার স্বপ্নেও তারি আভা।
মনের ভিতরে নেমে যদি দেখে কেউ
দেখবে সেখানে এক সূর্যাস্তের গনগনে আকাশ।

কিন্তু তুমি
তোমারো কি মনে এই যন্ত্রণার দাহ নেই ?
তোমার জীবন তোমার হৃদয় হাহাকারে কাঁদে নাকি
চৈত্রের খরার মতো ঝিমধরা রোদের হল্‌কায় ?
তোমার নিঃসঙ্গ দিন অশান্ত রাত্রির
প্রতিটি মুহূর্ত কাচের টুকরোর মতো বেঁধে নাকি প্রতি পদক্ষেপে !

আমি জানি তোমার জীবন
সে আমারই প্রতীক্ষায়।
তোমার সংসারে
উঠোনে আগাছা আর ঝিক ভাঙ্গা উনুনের লজ্জা বুকে নিয়ে
ছন্নছাড়া অস্তিত্বের কেন্দ্রে তুমি একা
চেয়ে আছ আমারই আশায়।

যত দূর দেখা যায় মাঠের আলোর পথ ধ'রে
মানুষের খোঁজ নেই।

সারাদিন ঘর-বার, সারাদিন মন তোলপাড় !
জ্বলন্ত হাওয়ার ঝাপটা শুষে নেয় দু'চোখের জল।
তুমি রিক্ত বিষাদ-প্রতিমা !

অসহ্য অসহ্য এই তৃষ্ণার গুমট।
তোমার নিঃসঙ্গ কান্না অকর্ষিত মৃত্তিকার মতো
প্রতি ধূলিকণার শিরায়
খোঁজে মত্ত আষাঢ়ের সঘন আবেগ—
আমি আর কতকাল ফিরি শূন্য আকাশের পারে
বজ্রহীন বৃষ্টিহীন মেঘের নির্জনে ?

আমার যন্ত্রণা আজ বিদ্যুতের চাবুকের ধারে
যদি না বিদীর্ণ করে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়,
যদি না তোমার বুকে নেমে আসি তীব্র আলিঙ্গনে
নিজেকে-নিশ্চিহ্ন-করা বৃষ্টির উল্লাসে
তবে ব্যর্থ এই আর্তি, মিছে অগ্নি-পরীক্ষার জ্বালা।
আমার যৌবন দিয়ে তোমাকে জাগাব প্রিয়তমা
এই তো আমার স্বপ্ন, এই তো আমার
রক্তের দুঃসহ অঙ্গীকার !

অন্য আকাশ

মানুষের পাখা নেই।
শূন্যতার পটে তাই নিজের হৃদয়
সামান্যই দেখে সে চিত্রিত।
অথচ মাটিতে জন্মে মাথা তার উঁচুতে, কাজেই
আকাশের প্রেমে নির্বাচিত।

এ ডাক কোনো না কোনো মুখোমুখি দিনে
টোকা দেয় মায়াবী আঙুলে।
আর অকস্মাৎ দেখি বিপুল কামনা
হাতির উল্লাসে নেমে মনের দীঘিতে
জলক্রীড়া করে শুঁড় তুলে।

তখন থাকে না ভয়। সব অন্ধকার
অন্য কারো অস্তিত্বের ময়ূরকলাপ
মেলে ধরে। মেঘে মেঘে কাটে যতো বেলা,
মনে হয় একা নই আর!

এবং পৃথিবী আজ
যদিও গ্লোবের মতো ডোরাকাটা বিরোধী রেখায়,
সবারি পরমা গতি ঘরে,
দেখেছি তবুও কতো অন্তরীক্ষ পাশাপাশি মনে
—যখনি জানালা খোলে ঝড়ে।

যদি সে আকাশ পাই, মুখ দেখি প্রেমের দর্পণে ॥

বাসর পোহালে ঘরে

যতো দিন যৌবনের প্রভুত্ব, পৃথিবী
ষোড়শী মেয়ের কৌতূহলে
আড়ে আড়ে চায়।
তারো পরে তাকে নিয়ে কাটে-যে জীবন
সে শুধু সম্ভব মমতায়।

কেন না সবারি আছে শুশ্রূষার হাত।
পাখি ফিরে আসে ডালে, মোহানার নদী
বেড়ে ওঠে গোমুখীর গুহাহিত ঘরে।
কেবল মানুষ কোনো ঈশ্বরের করুণা যেহেতু
পায় না, রাজত্ব নিজে গড়ে।

তাকে বলো প্রেম। কিন্তু তার
ন্যায়দণ্ডে ও-হৃদয় হয়তো সাবালক
ততো কি দেখনি সেই কঠিন খেলায়
তুমি এক সিংহের ক্রীড়ক।

এবং সবার চেয়ে দুরূহ যা, বলি—
অরণ্য নির্মূল হলে মাটি মরে, আর
মরু পা বাড়ায়।
বনস্পতি বাঁচে তাই অতি দূর গুল্মের শিকড়ে
বাসর পোহালে ঘরে যেহেতু সংসার,
জাগা চাই বিচিত্র মায়ায়॥

স্পর্ধা

আনন্দের শুল্ক দিতে
চাই এক-যৌবনের উজাড় ঐশ্বর্য।
মামুলি হাতের পাঁচ হাতে রেখে শুধু
পাওয়া যায় তিনশূন্যে একটি ইলেক,
তার বেশী নয়।
আমরা যা খুঁজি তার বারুদে-আগুন
তীব্র বিস্ফোরণে যেন বদলে দেয় আমাদেরি মন—
মুখস্থ পদ্যের মতো নিঃসাড় পৃথিবী
ঝলমল যৌবনে জেগে তরুণীর চোখের খুশিতে
বলে দেয়ঃ কীসে বাঁচা আর কীসে কড়িকাঠ গোনা।

হয়তো অনেক দিন কেটে যায় পদ্মার বাঁকের
খাড়াই পাড়িতে ভয়াবহ
শিমুলের মতো একা ঢেউয়ের গর্জন বুকে সয়ে,
হয়তো সর্বাঙ্গে তার জাগে নগ্ন কাঁটা,
ভাঙা পাড়ে উদ্বাস্তু শিকড়
শূন্যে হাত মেলে খোঁজে নষ্ট জীবনের চেনা মাটি,
তবুও, বরং যেন তখনি, সে বোঝে
কী আনন্দে সূর্য রোজ রাত্রিকে দুপায়ে দ'লে হাসে,
ধূমল মেঘের বুকে বিদ্যুতের কী তীক্ষ্ণ বাহার!

নিয়ত ধ্বংসের স্রোতে মুখ দেখে তাই
সে মানে না ভয়ের ভ্রূভঙ্গ,
যন্ত্রণাকে হাতে নিয়ে ফুল ক'রে ছুঁড়ে দেয় ডালে—
যৌবনের স্পর্ধিত এ রঙ্গ॥

যদি এ জীবনে ডুবি

আর ভয় পাব না, বরং
এই অন্ধকারে আমি ডুবে যাব আজ।
কেন না হৃদয় যার সমর্পিত, সেই
পায় শুনি নিখাদ স্বরাজ।

বাধা তো আছেই, থাকে চিরকাল, কার
স্তব্ধতা হঠাৎ বাজে আনাড়ির শ্বাসে?
এদিনে ময়ূরপুচ্ছ একে একে খুলে
যদিবা নিরভিমান হতে পারে কেউ,
প্রেম কি সহজে কাছে আসে!

তবুও যেহেতু দ্বিধা খরগোশের চোখে
শেয়ালের দাঁত হ'য়ে জ্বলে,
সবাই অশ্রুর কালি ঢেকে রাখে হাসির মোড়কে,
এবং মানুষ নয়, বন্ধু শুধু কাগজ, কুকুর—
তখন বীজের মতো একেবারে নিহিত না হলে
মমতার আলোকের স্বপ্ন বহু দূর।

মন যে উপোসী আজ। অমৃতের থালা
কোথাও মেলেনি এ সংসারে।
অথচ রাত্রির বনে ভালুকেও শুনি
মৌচাকে মাতাল, ভোলে মক্ষিকার জ্বালা।
যদি এ জীবনে ডুবি, যাব নাকি তমসার পারে!

আমন্ত্রণ

ঝলসানো গ্রীষ্মের পরে প্রথম বৃষ্টির
রঙ লাগল গাছের পাতায়।
সতেজ উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ মখমলের মতো
স্পর্শময় শ্যামলতা—
সর্বাঙ্গে শরীরী উপস্থিতি!
চেনা পৃথিবীর রূপ
বদলে যায়।
এ যেন হঠাৎ
পরিচিত কোনো মেয়ে
প্রথম সন্তান কোলে নতুন মায়ের মর্যাদায়
ভুবনমোহিনী।
অথবা এ যেন
সঙ্গীতের ছাপা স্বরলিপি
সুরে সুরে বেজে উঠল।
আমিও তেমনি বেজে উঠি।
মৃত বিবর্ণতা যতো পায়ে পায়ে মুছে
আষাঢ়ের পথ খুঁজে
জেগে উঠি নতুন ঐশ্বর্যে।
তুমি কি পাওনি আজো
আমার মনের শষ্পগন্ধ?
দেখনি আমার খেতে ধানরোয়া শুরু হ'ল?
আমার অদৃশ্য ইচ্ছা
প্রণয়ী চোখের স্থির, গাঢ় সংবেদনে
তোমাকে জড়ায়। এসো, হে বন্ধু আমার,
উচ্ছল কাজের দিনে হাঁটুজলে এ বীজ বপনে॥

ভাষা তার বোবা

অরণ্যের ভাষা জানি। পায়ে পায়ে কাঠুরিয়া মন
হিংস্র সেই পথে নানা আওয়াজের স্বল্প ইশারায়
চেনে তাকে। জেনেছি সমুদ্র। তার গভীর স্বনন
শঙ্খের শূন্যতা ভ'রে উৎসাহে, উৎসবে মমতায়
বেজেছে আমারো বুকে। বুঝেছি মাটির অভিরুচি—
কখনো শস্যের মতো, কখনো বা খনিশ্রমিকের
মৃত্যু ছাঁকা আরেক ফসলে। তবু, যতো বাড়ে পুঁজি,
এখনো শুনিনি কথা, যা আমার আত্মীয়, নিজের!

আমি মধ্য শতকের দুর্ভাগ্য প্রেমিক। যাকে চাই
যদিও বা পাই তাকে, হলঘরের অস্বস্তি কেবল
মনে লেগে থাকে। শুধু ভিড়, ক্লান্তি, স্নায়ুর লড়াই—
দুঃস্বপ্নের হিজিবিজি। এখানে যে অন্দরমহল
মেলে না এখনো। তাই প্রেম আজো অন্ধকারে-ডোবা
মহেঞ্জোদারোর লিপি : ভাষা তার অপঠিত, বোবা॥

শোনো, তবে শোনো

দেখেছি গোলাপ লিলি চামেলি জুঁইয়ের
বিলাসী বাগান, কিংবা
মরসুমী ফুলের দীপ্ত যৌবনের রঙবাহার—
বারান্দার কোণে তবু সামান্য টবের
গাঁদা ও দোপাটি (যদি ফোটে !)
বিবাহিতা স্ত্রীর মতো মুহূর্তে আপন হ'য়ে ওঠে।

আমি এক মাঝারী মানুষ।
সত্যের পোশাকী নাম জানি না ; কখনো
সৌন্দর্যের অধ্যাপনা জোটেনি কপালে।
স্বপ্নকে দেখেছি তাই দোআবের বিশাল মাটিতে
সময়ের জানু ছিঁড়ে গঙ্গার ধারায়
পিছনে ছড়ানো যতো প্রয়াসের কঠিন কাহিনী,
মন ততো বলে : চিনি, চিনি !

শোনো, তবে শোনো,
বসন্তের শেষ ডাকে হাঁপিয়ে হারিয়ে
আমিও তো গোছা গোছা কাটি, তার, ভাঙা ডাল টেনে
গড়েছি কাকের বাসা। এলোমেলো, হয়তো বেয়াড়া !
তবুও তা ডঙ্কা মেরে যাবে নাকি শিল্পের সভায়
যদি সে আমার অশ্রু-অনিদ্রাকে চেনে,
যদি তার দুঃসাহসে প্রেম দেয় সাড়া !

সাম্প্রতিক

একদিন এমন ছিল
ফাল্গুনের বেপরোয়া কোকিলের মতো
শূন্যকেও সে বাজাত সুরেলা চীৎকারে।
শহরের ঘরবাড়ী রেডিওর খুঁটির মাস্তুলে
ভেসে যেত উধাও সমুদ্রে।

তারপর স্বপ্নের ধ্যান ভেঙে গেল। সমস্ত প্রতিমা
একে একে জড়ো হল গঙ্গার কাদায়।
যে মন তারার রাজ্যে মণিমুক্তা কুড়াত, সে দেখ
ফলের দোকানে শুকনো আপেলের সাজে
কামনাকে ঢাকে তার লাল নীল কাগজে, রাংতায়।

তবু কি স্মৃতির চাষ থামে একেবারে?
প্রেমের উদ্ভিদগন্ধ, জীবনের ফসলের সাধ
ছিল যার মনে, সে কি চোখ বেঁধে যেতে পারে আর
যে কোনো খোঁয়াড়ে?
দেখ তার বুকে কান রেখে—
এখনো ঘটেনি সর্বনাশ,
এখনো শুনতে পাবে সে বোবা সমুদ্রে
লোনাজল ছিঁড়ে ছিঁড়ে শুশুকের শ্বাস॥

উদ্যোগের ইতিহাস

মাঘের সকালে তাজা রোদ
কাছিমের পিঠ মেলে আধোডোবা নৌকার গলুইয়ে
পড়ে থাকে, পৃথিবীর ইচ্ছার ভিতর।

আমি তার ব্যাকরণ বুঝিনি এখনো।
সুখের মুহূর্তগুলি প্রায় বোবা প্রেমিক-প্রেমিকা;
নিশ্বাসে, নীরবতায়, চোখে চোখে কথা বলে যায়—
বাঘের থাবায় আমি খুঁজিনি সে হরিণের স্বাদ।

বরং নিজেই কতো অবুঝ খাঁচায়
টিয়ার চীৎকারে দিন কাটিয়েছি, তার
পাখার ঝাপট কানে বাজে।
স্মৃতির নদীতে আজো দেখি বারে বারে
যখনি জালের শব্দ ছেঁড়ে অন্ধকার
লাফানো মাছে তীক্ষ্ণ আতঙ্কের রেখা জ্বলে ওঠে!

তা' বলে আনন্দ কিছু পাইনি তা নয়!
মাঘের সকালে আমি কাছিমের ব্যাকুলতা নিয়ে
এ জগৎ পান করি রৌদ্রের গেলাসে।
তবু সে রভস ভুলি প্রতিদিন! ঠিক যেন তুমি!
যতোক্ষণ কাছে পাই, হীরকের স্তব্ধ অনুভূতি—
দূরে গেলে সব শূন্য, আবার প্রস্তুতি॥

কোন পরিণামে

পাওনি অনেক জানি, শরীরে ও মনে।
যেমন নিভাঁজ শয্যা, বারান্দা, কুকুর ;
কিংবা বিনা সুদে ঋণ, এমন কি রান্নায় সুস্বাদ।
তাই তুমি তৃপ্তিহীন। সোনা ব'লে যা নিয়েছ সবি
হয়তো ঝক্‌মকে তবু কিছু তাতে থেকে গেছে খাদ।

তা বলে কি নিঃস্ব, স্মৃতিহীন ?
অজানা ফুলের গন্ধ হাতে নিয়ে হাওয়া
কখনো বন্ধুর মত আসেনি কি ঘরে ?
রাত্রির বৃষ্টির গানে ধ্বনিত হওনি রোমে রোমে ?
অবারিত শস্য, মাছ, মানুষ কি টানেনি আদরে !

পেয়েছ স্বপ্নের চোখ, যন্ত্রণার স্নায়ু।
কতো মুহূর্তের কাঁটা জ্বলে ওঠে তারার হীরায়।
একবারো সে ঐশ্বর্য দেখাবে না জানালায় ব'সে ?
তা'হলে কী দেবে পরমায়ু !

তুমি-যে পাথর, পশু, রূপকথা নও
দাও তার অভিজ্ঞান। তুমি যে রক্তের কাছে দায়ী।
না হলে নারীর প্রেম কেন বুকে নিলে ?
কেন অশ্রু-আকাঙ্ক্ষার ঘরে এসে তবে
বলে যাবে শুধু নাই, নাই !

বানিয়ে বলা

এ সবি বানানো ?   কিন্তু দেখ
দুয়ে দুয়ে চার ব'লে আমার কী সুখ !
বসন্তে কোকিল ডাকে, কেন, তার মানে
জানি তো সবাই, তবু কোনো কোনো দিন
শুনে মন হয় না উৎসুক ?

এখনো বিশ্বের যতো সাজানো বাগানে
কেবল ঢ্যাড়স, আলু, বাঁধাকপি ফলে না ; এখনো
কয়েকটি ফুলের চারা রয়ে গেছে ; তাই
শুধু দেহধারণের অন্ধকারে আজো
হঠাৎ গানের কলি শোনো !

বেঁচে তো থাকতেই হবে ; ভালো ক'রে বাঁচা
জানি তাও নিতান্ত জরুরী ।
যে দেয় মুক্তির দিশা, অশ্রু ঘাম মুছে
সে কাঁটার পথে আজো ঘুরি ।

তবুও পায়ের ক্ষত ভুলে মাঝে মাঝে
তোমাকে যে বলি আমি—রানি,
অভিধানে মানে তার দেখ যদি তবে
মনে হবে প্রহসন, অথচ সে ডাকে
বানিয়ে বলি কি সবখানি !

নীরজার ইতিকথা

যে যাই বলুক, আমি নীরজাকে এই
উচ্ছল আড্ডার স্বাদু সমালোচনায়
জাহান্নমে পাঠাব না, গোপন ঈর্ষার
জ্বালা ঢেকে বিচারের উদার হাসিতে
বলব না : পাতালের শেষ ধাপে নেমেছে সে, আর
তোমরা সবাই গেছ জিতে।

হাঁ, আমি দেখেছি তাকে আউট্রাম ঘাটে, সিনেমায়,
মার্কেটে, ট্যাক্সিতে, বহু পরিবর্তমান পুরুষের
পাশাপাশি, শুনেছি আমিও তার হাসি
বিচূর্ণ কাচের শব্দে হাওয়ায় সুতীক্ষ্ণ হয়ে ঝরে।
যে ছিল লতার মতো স্পর্শভীরু, কোমল, সে আজ
ডালে ডালে ফণা মেলে ধরে।

তুমি অরুণেশ, বঙ্কু, রাজীব, কানাই,
স্মৃতি কি অতোই ক্ষীণজীবী ?
মনে পড়ে সেইদিন, যখন মূল্যের পরিমাপে
এদিকে নীরজা একা, অন্য দিকে সমস্ত পৃথিবী !

সে বুঝি বিলাস শুধু ! কিম্বা যৌবনের
বন্য অহমিকা তার দলিত পৌরুষ ফিরে পেতে
নীরজার নাম মাত্র খুঁজেছে কেবল !
যে মেয়ে হাসে ও কাঁদে, জীবন্ত যে নিজের বোঁটায়
তার সুষমার চেয়ে দলগুলি ছিঁড়ে নিতে বুঝি
সেদিন মেতেছে হিংস্র প্রতিযোগিতায়।

তাই অরুণেশ তুমি বন্ধুর হৃদয়ে

বীভৎস ! বন্ধুও পোড়ে রাজীবের মনে ।
কানাইয়ের অনিদ্রা তো রাজীব । এবং
সবাই প্রেমের খোঁজে ঘুরে মর ঘৃণার বন্ধনে ।

এ নাটকে পরিণাম হল যা হবার ।
সবাই পেয়েছে নীরজাকে ।
অথচ ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তেও দুঃস্বপ্নের মতো
অন্য কারো চোখ জেগে থাকে ।
সে আঁধার তোমাদেরি নিষ্প্রেম হৃদয় ।
যে মেয়ে জ্বালাত শত দীপাধার একটি হাসিতে,
জনে জনে সেধেছে সে, ফিরে গেছে, শুনেছে কেবল
ও তার উচ্ছিষ্ট প্রেম অচল মাটির পৃথিবীতে ।

আজ সে কোথায় দেখ । তোমরা সবাই
পোষমানা জীবনের সুখের আঁচলে
নিরাপদ, ফিরে গেছ ঘরে ।
আর ঐ উন্মাদিনী নীরজা একাই
নির্মম লোভের দাহে প্রাণ দেবে ব'লে
নেমে গেল আগুনের ঝড়ে ॥

রঘুবাবুর মুক্তিতে

জয়ন্তী, আবার আমি ছবি আঁকছি। অবাক হ'য়ো না
ভুলিনি দুঃখের দিন, চাকরিতেও নিইনি বিদায়।
যোগমায়া বিদ্যালয়ে অঙ্কন-শিক্ষক আশী টাকা
এখনো আনবে, শুধু আরো এক বাঁচার উপায়
শিখেছে সে, তাই ধুলো ঝেড়ে
ইজেলে নতুন রঙ ঢালে, আর চলে ছবি আঁকা।

একদিন, জয়ন্তী, তুমি বলেছিলে—ভোলোনি নিশ্চয়—
'জীবন কী সাধারণ ; কিছুই হলো না'!
তারি প্রতিধ্বনি বুকে বেজেছিল, আর দীর্ঘশ্বাসে
সমুদ্রশ্বসিত রাত্রি অনিদ্রায় হল অশ্রুলোনা।
যেন আলো-আঁধারির বনপথে ঘুরে স্বপ্নময়
হঠাৎ এলাম নগ্ন রোদে-পোড়া মাঠের সন্ত্রাসে।

কেটেছে অনেক কাল। তুমি আর আমি
কেউ কারো মুখোমুখি না-দাঁড়িয়ে, নিয়তিকে মেনে,
চলেছি সমান্তরাল, একটি আকাশে দুটি পাখী।
দুজনে মেলার মতো কোনো শাখা আছে-কি-না-জেনে
ক্লান্তির দূরত্বে বাঁচি প্রতিদিন। কী হল সহসা,
দেখ, সে শূন্যতা আজ জাগে রূপে, মুছে যায় ফাঁকি।

আজকে রাস্তায় জানো, বহুদিন পরে
পিছনে শুনেছি দূর শৈশবের ডাকনাম, আর
রঘুদাকে দেখি আসে' দু'যুগ ডিঙিয়ে।
সেই হাসিমুখ, রোগা, দীর্ঘদেহ হাড়ের পাহাড়

কাছে এসে ধরে হাত—আর মেষশাবকে ঈগল
যেমন উড়ায় বেগে, আমাকেও গেল ঘরে নিয়ে।
কতোদিন পরে দেখা। প্রাথমিক কুশল প্রশ্নের
পরে জানা গেল ক্রমে, চাকরি আর ব্যবসাতে মিলে
ছ'বার শিকল কেটে পেশা তার অরণ্যে উধাও।
অধুনা খোঁজার পালা চলেছে। তা হোক এ নিখিলে
কর্ম তো সবারি আছে, ক'রে যেতে হবে, কিন্তু ভাবো,
এ অভাব মেটে যদি, পাবে কি সত্যি-যা তুমি চাও!

হঠাৎ আশ্চর্য লাগে। বাণপ্রস্থ এলো কি চল্লিশে?
রঘুদা আবার বলে, 'তন্ত্রমন্ত্র জানি না, শুধুই
একটি জানালা আমি খুলে রেখে দিয়েছি, গুমোটে
তাই বেঁচে আছি। তাই সকালের খুশি নিয়ে দু একটি চড়ুই
উড়ে আসে, আমারো এ বুনোগাছে দেখি
আনন্দে স্বপ্নের কুঁড়ি ফোটে!'

কৌতূহল সীমা ছাড়ে, প্রশ্ন করি তাই—
'কী করে তা ঘটে?...শুনি রঘুদার সলজ্জ গলায়
ধীরে ধীরে ভাষা জাগে, 'নাটকের নেশা ছিল, তাতো
জানোই। নাটক করি। আর তারি চলায় বলায়
মুক্তি পাই। কেটে গেল অর্ধেক জীবন। কী পেলাম,
হিসাব কষি না। কিন্তু স্মৃতির করাতও
রক্তাক্ত করে না মন। শিখেছি—কেবল
আচমকা প্রবেশ আর করতালি নয়, আত্মদানে
প্রতিমুহূর্তের বলা-না-বলার সমস্ত মহিমা
বাঁচে শুধু চরিত্রের শেষের প্রস্থানে।'....
জয়ন্তী, এ সব শুনে মনে হল বাঁচ, ছবি আঁকি।
প্রথমে তো মাটি, শেষে যা রাখ তা আমারি প্রতিমা॥

ক্যানিঙের সিন্ধু মাঝি

শুনেছি সহজে কিছু মেলে না সংসারে,
দৃপ্ত কামনার ধ্যানে সবি নাকি তার
জয় ক'রে নিতে হয়। তাই চাষে ফসল, খনিতে
ধাতু জাগে স্বেদ রক্তে। মানুষের মন
আদিম অরণ্য থেকে জ্ঞানের প্রেমের
যতো স্তম্ভ গড়ে তাতে বেজে ওঠে তাই
কঠিনেরি বন্দনার ভেরি।

কিন্তু কী অবিশ্বাস্য যুদ্ধ যে তখন,
একা যদি কেউ তার মাটিডোবা রথে চাকা ধ'রে
স্বপ্নকে এগিয়ে নিতে চায়!
ক্যানিঙের সিন্ধু মাঝি নদীর উপরে
সময়ের সব অস্ত্র বুকে নিয়ে তবু
বাঁচে সেই মত্ত অভীপ্সায়।

মাছ-ধরা পেশা তার। জাল আর জলের জগতে
যৌবনে সে যুবরাজ। কতো না মোড়ল
সেধে নিয়ে গেছে তাকে সমুদ্রের নীল মোহনায়।
অন্ধকারে কান পেতে ত্রস্ত বোবা মাছের চিৎকার
শুনেছে সে, জেনেছে কোথায়
ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে চলে মানুষের রূপোলি আহার।
কিন্তু বাড়ী ফিরে তবু বছর বছর
একা তার শীত কাটে মলিন কাঁথায়।
ফাল্গুনের ভরা চাঁদ বাঁশের বাগানে হীরা জ্বেলে

জেগে থাকে অপলক। ঝি ঝি ডাকে স্নায়ুর ভিতর।
মনে হয় কিছু নেই, কেউ নেই, শূন্য তার ঘর।

অথচ নারী যে রত্ন, দুর্লভ বিশেষ
তাদের সমাজে। তাই সম্ভাবিত যতো শ্বশুরেরা
বছরে দুবার তার দক্ষিণা বাড়ায়।
কতো কন্যা দিনে দিনে বালিকা, কিশোরী,
কিন্তু সে যখনই চোখ তুলেছে, সবাই
মাথায় ঘোমটা টেনে চলে গেছে অন্যের ভিটায়।

বয়স পশ্চিমে আজ। নিভে আসে দাহ
শরীরে, অথচ তৃষ্ণা মনে, একী জ্বালা।
এল না এল না তার রক্তের গভীর প্রতিধ্বনি
আর কারো বুকে বেজে। সারারাত তাই
ভ্রষ্ট নায়কের মতো সিন্ধু মাঝি ঘোরে ঢেউয়ে ঢেউয়ে
জাল ফেলে। চোখে তার স্বপ্নের আঁচল।
এ জীবনে কঠিনের দারুণ মন্থনে
কী পাবে সে, সুধা না গরল!

চৌধুরী-বিলাপ

আজ ক্লাব থেকে আমি তাড়াতাড়ি উঠেছি। শরীর
ভাল ছিল ; কারো সঙ্গে ঘটেনি বচসা
টেনিসে অথবা তাশে ; আপিসে আমদানী রপ্তানীর
কোনো ত্রুটি ছিল না। কাজেই যেত বসা
আরো কিছুক্ষণ। কিন্তু, কী যে হল, হঠাৎ নীলাকে
মনে পড়ল—নীলা, যাকে ঘরে এনে এ সাত বছর
ভুলেই ছিলাম, আজ মনে পড়ল—উন্নতির ডাকে
কাছাকাছি থেকে তবু ছেড়ে আছি, রাখিনি খবর।

অথচ ঘটেনি কিছু, নটা না বাজতে সুনয়না
শুধু একবার বুঝি বলেছিল—বাহিরে জ্যোৎস্নায়
নেশা ধরে গেছে, আজ শ্রাবণ পূর্ণিমা !
আর প্রশান্তেরও বুঝি মাথা ধরল, ফেলে দিল তাশ।
এ সব নতুন নয়। পূর্বরাগে চলে সবি। তবু
সহসা জানালায় এসে ঘণ্টা দুই পরে—সর্বনাশ,
দেখি ওরা হাতে-হাতে বসে ভেজা লনের ওপারে—
যেখানে ফেলেছে ছায়া চন্দ্রাহত ইউকালিপটাস !

সাতটি বছর যেন নিমেষে উধাও। মনে মনে
চেয়ে দেখি নীলাকেও অমনি নিঃশব্দ ভাষায় আমি
শুনিয়েছি একদিন মনে মনে, হৃদয় স্পন্দনে।
আজ সে কোথায় ? সবি তিলে তিলে দিয়েছি সেলামী
বাণিজ্য-লক্ষ্মীর পায়ে, অশ্রুগুলি বানিয়েছি হীরে।
আরো একবার যদি পাই তাকে। যদি পাওয়া যায় !···
'চৌধুরী পালাল' ! মাত্র বারোটা যে !···'কলির সন্ধ্যায়' ?
পিছনে মন্তব্য শুনে আচমকাই আসি বাড়ি ফিরে।

নীলা ঘুমিয়েছে খাটে। মৃত্নু আলো ঘরে। স্তব্ধ, একা
দাঁড়ালাম পাশে তার। ঐ তো ওখানে,
আমার আপন মাটি, যে আমাকে বাঁচাবে মুকুলে!
কাছে ব'সে মাথা তার নিই কোলে তুলে।
এবং তখনি চোখে মেলে সে জোয়ারে টলোমলো
নৌকার মতোই ছিটকে সরে গেল নীরব ধিক্কারে।
শুধু এক মুহূর্তের চোখেরই সে চাওয়া
বিদ্ধ করে গেল ভূত ভবিষ্যৎ। আর মনে হল—

যেন কোনো বাস্তিলের পাথুরে কেল্লায়
পাশাপাশি কুঠরিতে বন্দী থেকে আমি তার সাড়া
দেয়ালে ঘা দিয়ে খুঁজি, অথচ সে তাতে শুধু পায়
প্রহরীর পদশব্দ, অশ্রু আর ত্রাসের ইশারা
নির্বাক ক্লান্তিতে তাই চোখে তার জ্বলে ওঠে ঘৃণা।....
একই বিছানায় শুয়ে আছি যেন দু'জন্মে দুজন।
সপ্ত সমুদ্রের ঢেউয়ে তোলপাড় যদিও এ-মন,
কিছু তাকে বোঝাতে পারি না॥

অপর্ণার দুঃখ

কী লজ্জা, দিনের বেলা পথে যেতে না হয় সামনেই
এসেছিল অকস্মাৎ, তাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠার
মানে কী ?—অপর্ণা ভাবে—কেন সে চেঁচাল ? কেন লোকে
চতুর্দিক হ'তে এসে নতশির ওকেই ধিক্কার
জানাল ? ও' যেন বোবা, নিরুত্তরে গেল ঘরে ফিরে।....
ট্রামে বসে মুখ ওর মনে পড়ল বিদ্যুৎ ঝলকে।

আজকে আপিস গেল। ভীরুতম পাখীও যেমন
অসংকোচে ঝাঁপ দেয় সীমাশূন্য নীলের আকাশে,
কী দারুণ ইচ্ছা তেমনি বুকে যেন পাখার ঝাপটে
পথ খোঁজে। তারি টানে ময়দানের ঘাসে
নেমে পড়ে অপর্ণাও। সাবানের নীরক্ত কাহিনী
ঘরে ঘরে বলা যার পেশা, তারো দুঃসাহস বটে !

সে জানে রূপসী নয়। বালিকার সাধ
যৌবনে রঙের ঢেউ না তুলতেই অভীপ্সার কুঁড়ি
ছিঁড়েছে নিজেরি হাতে—ভয়ে আর আত্ম-অভিমানে।
ছত্রিশ বছর তাই প্রেম ছিল কথার চাতুরী।
আবর্তিত সময়ের অন্তহীন মুহূর্তের দাঁতে
একটি দিনের পরে আয়ু তাই অন্য দিন আনে।

এরি মাঝে ও' কে এল ? কাছাকাছি থাকে বুঝি ? পথে
দেখা গেছে ক্লান্ত চোখে একাকী দাঁড়িয়ে প্রতিদিনই।
কে জানত তখন ও-ই সে নায়ক, যার অশ্বক্ষুরে
সমস্ত মেয়েরই বুকে জেগে ওঠে কুমারী বন্দিনী।....

এল সে আচমকা এত, সর্বনাশা চোখের আগুনে
ভয়ার্ত চীৎকারে তাকে না চিনেই ঠেলে দিল দূরে।

এখন দুপুর! মাঠে লোক নেই। রৌদ্র আর ছায়া
গায়ে গা এলিয়ে ঘাসে শুয়ে আছে এখানে ওখানে।
অপর্ণা নিশ্বাস ফেলে ভাবে—আর এ জীবনে দেখা
হবে কি, কে যাবে বল কালের উজানে!
একবার মাটি ছুঁয়ে, দড়িদড়া ছিঁড়ে তার ডিঙ্গি
ছুটেছে ঘূর্ণির টানে, অদিগন্ত আরোহী সে একা॥

অমলেশের সন্তাপ ও শান্তি

সারাদিন বৃষ্টি ছিল। এখনো সন্ধ্যায়
ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে, ঘোলাটে আকাশে
বিদ্যুতের চাপা হাসি জ্বলে আর নেভে।
হকার্স কর্ণারে কাদা, লোক নেই, গ্যাসের আলোয়
পোকার ফুলঝুরি শুধু। বন্ধ বেচা-কেনা।
এবার দোকান তুলে বাড়ি যাবে অমল, হঠাৎ
কে এক যুবক এসে বলে গেল—সীতেশ সান্যাল
হাসপাতালের, বাঁচে কি বাঁচে না।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে কয়েকটি মশাল
স্মরণের আনাচে কানাচে। আর লাল অন্ধকারে
উদ্যত বর্শার বেগে সীতেশের আততায়ী লোভ
ছুটে আসে অমলের হৃৎপিণ্ডের দিকে।
মুহূর্তে বিপ্লব ঘটে। নীরব চীৎকারে
বলে ওঠে অমলের মন—বেঁচে আছ?
সাতটি বছর গেছে তোমাকেই ভুলতে এখন
কী চাও? যা ছিল সবি নিয়েছ তো, চাও কী জীবন?

সে ছিল সবার প্রিয়, বলিষ্ঠ সুন্দর
গ্রামের কিশোর। তাকে আজো মনে পড়ে
অমলের পাশাপাশি ইস্কুলের খেলায় উচ্ছল।
মনে পড়ে নদী তীরে উধাও মাঝির গান শোনা;
মেঠো পথে আম চুরি; বনে-ঢাকা পুরনো মন্দিরে
পাথরের নুড়ি খুঁজে কতো কী যে প্রত্নের বিস্ময়।
সেদিন যে-ছিল বন্ধু, এক প্রাণ স্বপ্ন দিয়ে বোনা—
নিয়তি, সে আজ শুধু ভয়!

যাবে না যাবে না ঐ যন্ত্রণার উৎসে আর,
যে ডুবে গিয়েছে, ডুবে যাক।
অমলেশ ক্লান্ত আজ।   অমলেশ বধির, নিঃসাড়,
খুলবে না মনের কপাট।
অথবা এ প্রতিহিংসা?   যে তার গভীরতম মূলে
হেনেছে দংশন জ্বালা, ঝরিয়েছে সবুজ পল্লব,
কলে পড়া ইঁদুরের আর্তনাদে সে দেখ এখন
হাওয়ায় ছড়ায় তার উদ্ধারের স্তব!

মনে কি ছিল না বন্ধু, সেই দিন একা
রাণাঘাটে অমলের ঘরে
রুগ্ন, নিরাশ্রয় তুমি উদ্বাস্তুর দল থেকে এসে
পেয়েছ ক্ষুধার অন্ন, শুশ্রূষা, জীবন—
আর বিনিময়ে দিলে লজ্জা, গ্লানি, লাঞ্ছনা চরম
নিঃসঙ্গ কারার কক্ষে?   মনে পড়েনি কি
যখন প্রমত্ত তুমি ব্যাভিচারে সুখের শয্যায়,
নিদ্রাহীন অমলেশ জ্বলে, শুধু জ্বলে ধিকিধিকি!

তবে আর কেন ডাকো?   তুমি তো জানো না
এ সাত বছর কতো মুহূর্ত-যে-নিঃশব্দ কান্নায়
সমুদ্র উজাড়   ত শ্রুলোন
তুমি তো জানো না এই হকার্স' কর্ণারে
দোকান সাজাতে কতো রৌদ্রজ্বলা পথ
ছিটের কাপড় কাঁধে কেটেছে, উদ্বাস্তু কলোনীর
শ্বাসহীন পরিবেশে বাঁচার সংগ্রামে প্রতিদিন
কতো মৃত্যু পার হ'য়ে আজ সে কঠিন!

না, আজো ভোলেনি অমলেশ
দূর পদ্মাপারে সেই সমব্যথী যুবার হৃদয়!
সে-তুমি দারুণ ছিলে, কোমল হয়তো তারো চেয়ে—
অমলের নিন্দা শুনে সুধীরের ভেঙেছ চোয়াল;
ঝড়ের পাখির ছানা কাদা থেকে তুলেছ বাসায়।
অনেক অনেক ঋণে পাকে পাকে কতো কী আদরে
বেঁধেছিলে দিনে দিনে। কে বুঝেছে হায়
সে দেনার উদ্‌যাপন লোহার নিগড়ে।

আরো এক নাম আছে—মাধবী—সে জ্বলন্ত হরফ
সূর্যাস্তের মেঘে আঁকা, ফিরে আসে প্রতিটি সন্ধ্যায়।
যেদিন সে অমলের হাত ধরে এল নববধূ,
সীতেশ মনে কি পড়ে, কতো হাসি হেসেছ সেদিন?
অথবা সে বুঝি শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা?
সব হাসি হাসি নয়, কিছু তাতে ছিল হাহাকার?
না হলে কী মন্ত্রে তুমি, আগন্তুক অতো দিন পরে
লুঠ ক'রে নিলে ঐ সুধার ভাণ্ডার!

এখন তো সবি স্বচ্ছ। কতো দিন কতো যে প্রশয়ে
মাধবী মুখর! তুমি সাহসী দুর্বার—
আনন্দ শতধা বেগে উৎসারিত তোমার হৃদয়ে,
তাই অসময়ে এসে খাবে বলে জানাও আব্দার;
আমি নেই, একা তুমি তাকে নিয়ে ঘুরেছ মেলায়।
এবং এতোই অন্ধ, মদে চূর নিষিদ্ধ পাতালে
যেদিন নেমেছ তুমি, মাধবী তা শুনেও শোনেনি।
কে জানে তখন, সেও বাঁধা ঐ জালে।

অকস্মাৎ এরি মাঝে আত্মহননের
রণরোল বাজে। তার তীক্ষ্ণ ছুরিকায়
দেশ দ্বিখণ্ডিত। ছোটে রক্তাক্ত মানুষ
সীমান্তের এপারে ওপারে।
অমলেশ রাণাঘাটে, আর তুমি সীতেশ কোথায়
সর্বস্ব হারিয়ে এলে দুর্দিনের দুর্বহ অতিথি।
ছ'মাস যেতে না যেতে প্রতিদানে তার
রেখে গেলে কৃতঘ্নের স্মৃতি।

মাধবী নিখোঁজ, তুমি উধাও। আইন এল নেমে
ঘৃণ্যতর দায়ে—কোথা গণিকার চোরাই গহনা
অমলেরই ঘরে—সেও চোরের দালাল।
ছ'মাসের ঘানিটানা। বেরিয়ে সে ভেবেছে নিজেই
মুছে দেবে এ জীবন—একটি মানুষ
বাঁচাল মুমূর্ষু আশ, কাছে টেনে তাকে
দেখাল, কতো-যে গ্লানি ঘূর্ণির অতলে টানে, তবু
মানুষ ডোবে না দুর্বিপাকে!

স্থান পেল কলোনীতে। কাঁটাবন, সাপের ডেরায়
হোগলা, বাঁশের চালা; দিনেরাতে সতর্ক পাহারা;
কখন বর্গীর ঝড়ে মালিকের পেয়াদা-জুলুম
লাঠিতে বসতি ভাঙে, মাটি রাঙে রক্তের ধারায়।
তখনি তো অমলেশ বুঝেছিল, মানুষের মন
কী দুর্জয় শক্তির আধার!
অতীনের ডাকে যারা প্রাণ দিতে রাজী, সেই দলে
তাই তো দাঁড়াল সেও উদ্ধত পাহাড়।

সে আজ অনেক দিন, কেটে গেছে ছ সাত বৎসর।
জীবনের পোড়া পথে ল'ড়ে আর স্বপ্ন গ'ড়ে গ'ড়ে
শিখেছে কতো না ক্ষমা। প্রশস্ত হৃদয়ে
ধ্বংসের, সৃষ্টির দুই পদপাতে কালের ঈশ্বর
বাজায় বিচিত্র রাগ। জীবিকার হাটে
যদিও দোকানি, দেখ, মন তার ছোটে ত্রিভুবনে।
একটি কাঁটার মুখ তবুও কেন-যে প্রতিদিন
বিঁধেছে গোপনে!

সে রাতেই হাসপাতালে সীতেশ সান্যাল
মারা গেল। অমলেশও ছিল তার পাশে।
দেখেছে সে, মৃত্যুপথযাত্রী বারে বারে
অস্থিসার হাত মেলে কী খোঁজে আকাশে
মাধবী অদূরে ব'সে নিঃস্পন্দ, পাথর।
দৃষ্টি তার শূন্যতায় বোবা।
যেন কারো চেনা নেই, ডুবন্ত জাহাজে দুটি প্রাণী
একই গুঁড়ি ধরে স্তব্ধ, সমুদ্রের ঢেউয়ে আধোডোবা।

শ্মশান। চিতার জ্বালা নেভে। গাছে পাখি
ন'ড়ে বসে। রাত্রি হ'ল ভোর।
অমল রাস্তায় নামে, সহসা পিছনে
শোনে, 'কিছু বলে যাবে নাকি?'
হায়রে, এ কোন আশা! কার কাছে দাঁড়ালে বিচারে?
একবার শ্বাস টেনে, তবু সে ঊষার ছলোছলো
স্নিগ্ধ আকুলতা দেখে, নিজেকে উজিয়ে বলে ধীরে—
'চলো, বাড়ী চলো'!

অতিদূর আলোরেখা

যেন কোনো বনের কিনারে
আজ নয়, অন্য জন্মে, আমি যৌবনের
সহজ নেশায় মেতে, সারাদিন চড়ুই ভাতির
আনন্দের কোলাহলে কাটিয়েছি বেলা—
বিকেলে কী ঘুম এল, হঠাৎ জাগার পরে দেখি
ওরা নেই, ভেঙে গেছে খেলা !

ছড়ানো কাগজ, পাতা, শূন্য টিন, নেভানো উনুন,
বহু পোড়াকাঠ, ছাই, এমন কি শালের মঞ্জরী
যা তোমাকে দিয়েছি সকালে, সব ফেলে
সবাই ফিরেছে, তুমি—তুমিও গিয়েছ সহচরী !

মুহূর্তেই পৃথিবীর চেহারা বদলায়।
চারিদিকে ঋজু শাল, হাওয়া নেই, শূন্যতার বুকে
গম্ভীর মাদল বাজে, ঘন অন্ধকার।
মনে হল একা আমি, উৎসবের দিন
অতিদূর আলোরেখা, কোনো ঘরে আর স্মৃতি নেই,
তুমিও ভুলেছ একেবারে !

গত-অনাগত

আহা, আমি যদি তার মনের প্রান্তরে
পাশাপাশি বসে শুধু ঘাসের স্পর্শের
কোমলতা পেতাম স্নায়ুতে !
আহা, একবার যদি শাড়ির জামার
মোহজাল খুলে, ত্বক, রক্তের দাহের
ওপারে হৃদয় পারি ছুঁতে !

সে মেয়ে আমারই কাছে। আমি তবু তার
বুকের জল্পার ঢেউয়ে সমুদ্র আঁধারে
কখনো দেখিনি ধ্রুবতারা।

ঘুরেছি কেবলই তাই লবণ-হাওয়ায়—
জোয়ারের ফসফরাসে দেখেছি শুধুই
শতচক্ষু ভয়ের ইশারা।

তবু কি ছিল না তার কামনা ? ও মনে
নেই কি নিজেকে মেলে বিলিয়ে দেবার
রাজেন্দ্রাণী সুখ ?
আহা, প্রেম চোখে তার চিতল হরিণ
হ্রদের ওপারে, আমি পিছনে স্মৃতির
বাহুমেলা রাত্রির ভালুক ॥

ঝড় থেমে গেছে

ঝড় থেমে গেছে। শুধু দমকা হাওয়ায়
ছেঁড়া মেঘ ছোটে পালে পালে।
বিদ্যুতের বোবা জ্বালা ঝিকিয়ে উঠেই
মুছে যায় দিগন্ত-আড়ালে।

পৃথিবী অনেক শান্ত। কাদাজলে ছড়ানো যদিও
ক্বচিৎ পাখির বাসা, ভাঙা ডাল, আমের বউল—
সব সে তো নয়!
ভাবি, দৃষ্টি-অন্ধ-করা বন্যতার বেগে এই ঘরে
একটি অদৃশ্য চিড় এঁকেছে যে মাটির দেয়ালে,
কী করে ভুলব তাকে প্রতিদিন বাঁচার সময়!

তবু ঝড় থেমেছে এখন। গাছে গাছে
বিকেলের আলো পড়ে। ডানা ঝাড়ে কাক।
কিছুই ঘটেনি যেন! দেখি পাশে চেয়ে
তোমার ও-মুখে লাগে প্রতিমার আভা—
হাসি-অশ্রুমেশা স্থির মুহূর্ত চূড়ায়
ছলোছলো, উদার, নির্বাক॥

নিয়ত বাজাবে ভেরি

ভেবেছ সভয়ে আমি স'রে যাব ? পথে যেতে
খাড়াই পাহাড় দেখে থেমে যাব পাইন ছায়ায় ?
হায় প্রিয়তমা, ভুলে গেছ
আমার রক্তের কাছে আমি প্রতিশ্রুত,
এখনো কি চেনোনি আমায় !

প্রতীক্ষা যতোই দীর্ঘ হোক,
এ আকাশ থেকে অন্য আকাশের নীলের পাখায়
রৌদ্র-অবগাহনের প্রহরে প্রহরে যতো দেরি—
বহু দূরে থেকে তবু পৃথিবী আমার
শুশ্রূষার নীড় মেলে ইথারে ইথারে শব্দহীন
নিয়ত বাজাবে জেনো ভেরি ।

সময় আমার কাছে কিছু নয় । এই করতলে
আয়ুর মতোই আমি কয়েকটি রেখায়
বন্দী করে রেখেছি ত্রিকাল ।
তোমার হৃদয়শ্বাস যদি লাগে এ বুকে আমার,
আলোড়িত যন্ত্রণার আনন্দের সূর্যের চাকায়
সে মুহূর্তে রক্তাক্ত পাতাল ॥

শিখার বলয়ে

যার হাতে এ জীবন রেখেছি বন্ধক
সে যদি কেবলি বলে, হয়েছে সময়—
পাওয়া আর না পাওয়ায় তবে কী প্রভেদ,
স্নায়ুযুদ্ধে দিনগত ক্ষয়।

অথচ সরে-যে আসি সে-শক্তি আমার
হাড়ের গভীরে নেই, আমি পরাধীন—
আগুনের দাহ্য যেন, শিখার বলয়ে
স্থিরকেন্দ্রে জ্বলি অন্তরীণ!

কী হবে আমার কথা তাকে বলে? সে তো
জানে না ও-দেহ তার আমারই প্রতিমা!
ধ্যানের শরীরে হয়ে অর্ধনারীশ্বর,
বাহিরে থাকুক যতো সীমা।

তবু সে দূরেই যদি যায়, মোছে স্মৃতি?
ক্ষতি কি? কেবল পাখি দ্বিতীয় ডানার
বিচ্ছেদে মাটিতে নামে, কেবল ধুলোয়
মেশে অশ্রু, আহত চিৎকার॥

তবে তাই হোক

তবে তাই হোক, তুমি
আর ভালবেসো না আমাকে।
আমিও আদর অশ্রু ঈর্ষা অভিমানে
জড়াতে যাব না পাকে পাকে।

এতদিন আমরা দুজনে
যে ইন্দ্রজালের রথে সময়ের আগে
ছুটেছি, স্বর্গের ছোঁওয়া পেয়েছি ধূলিতে—
একটি চাকায় তার কান্নার আওয়াজ
ছিঁড়ে দেয় সব সুর এই হৃদয়ের।
—কী হবে বলো সে বিষামৃতে?

তোমার চোখের দিকে চাই যতোবার
দেখি সেই দীর্ঘ পক্ষ্ম দীঘির নীলিমা
কেঁপে ওঠে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। আমার স্মৃতি কী তবে ঝড়?
তাহলে বিদায়। তুমি ঘাটের সিঁড়িতে
থাকো শান্ত ছায়াঘন করুণা বিছিয়ে,
শোনো পিপাসার কণ্ঠস্বর॥

সে রক্তগোলাপ

সব সুর গান নয়,
সব কথা মন্ত্রের আগুন
জ্বালে না হৃদয়ে প্রতিদিন।
জীবনের শস্ত সাধ স্বপ্ন ভালোবাসা
কতোই তো দেওয়া গেল। বল তো ক'জনে
মেটায় সে ঋণ ?

তবু কারো কারো চোখে, না-বলা কথায়,
অকস্মাৎ ব্যর্থতার শূন্য ডালে ডালে
বয়ে যায় অজানা উত্তাপ।
—তেমনি তোমার স্মৃতি। পাতার আড়ালে
কোন দূর বাগানের ভুলে-যাওয়া পথে
ফোটা-না-ফোটায় স্থির
চিরজীবী সে রক্তগোলাপ।

প্রতিধ্বনি

সেদিন শানাইবাজা জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যায়
খোঁপায় যুঁইয়ের মালা জড়িয়ে এ ঘরে
এসেছিলে পূর্ণিমার মতো।
তোমাকে হৃদয়ে নিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ে
জোয়ারের কলোচ্ছ্বাসে বলেছি, আমাকে ভালোবাসো
কতোখানি, এখন বল ত' ?

অর্ধমুকুলিত চোখে, শিথিল শরীরে
স্ফীতনাসা আবেগের আত্মদানে তুমি
সে জীবনে নতুন প্রবাসী,
অজস্র ভাষায় ভেঙে জানালে—পাখির
যেমন আকাশ, জল যেমন মাছের
কিংবা প্রাণ নিয়ে বাঁচে যেমন শরীর,
তেমনি তোমাকে ভালবাসি !
উন্মাদ যৌবনশেষে মধ্যরাতে আজ
নিদ্রাহীন দুজনে একাকী,
একই বিছানায় শুয়ে প্রশ্ন করি আবার—বল ত'
ভালোবাসো নাকি ?

তুমি চোখ ফিরালে না, হাতের উপর
দিলে না স্পর্শের তাপ, শুধু শান্ত ঠোঁটে
ছড়ালো ভোরের মতো রেখাহীন হাসি।
আর কথা-না-কথায় মিশানো নিশ্বাসে
মনে হল একবার শোনা গেল আমারই প্রশ্নের
দূর প্রতিধ্বনি—ভালোবাসি !

তোমারই জীবন এই

ক্ষমা, কাকে ক্ষমা করি? ঘৃণা? তাও নয়।
আমি কি মহৎ, গুরু? শুধু দূর থেকে
হেসে হেসে জানাব আশিস্?
তুমি যে সমুদ্র, আমি একাধারে দেবতা-অসুর;
সময়ের আমন্থিত তৃষ্ণা পার হলে
আমারই তো সুধা আর বিষ!

না, আমি কাঁদি না আজও অনুতাপে, বলি না তোমার
আকাশে যেহেতু ঝড়, বজ্রের ভ্রূকুটি, বারেবারে
যাব না সে বিহঙ্গের নীলে;
যে ঈশ্বর জন্ম দিল আলোতে, সে বিধি
রক্তের তরঙ্গে বুকে লিখেছে আমার মুক্তি শুধু
অয়শ্চক্র তোমারই নিখিলে।

অথচ আমি যে বন্দী, তাও নয়। এ বৃক্ষ হৃদয়
অনন্যনির্ভর—বাঁচে তোমারই মাটিতে মেলে তার
শিকড়ের মতো বাহুলতা।
তোমারই জীবন এই পত্রপুষ্পে; আমি আছি, তাই
তুমিও রয়েছ নিত্য—হে সাবিত্রী আমার আকাশে
নও তুমি ভ্রান্তি, বা কুলটা॥

ফিরে সে আসবে জানি

জানি সে আসবে, তাকে আসতেই হবে
যেখানে স্বভূমি তার যেখানে জীবন।
যতো দূরে যাক্‌ পাখি, ফিরে আসে আপনার নীড়ে।
প্রশ্ন শুধু: কী লগ্নে? কখন?

যে হৃদয়ে করুণার মৌন স্রোতোধারা
প্রতিটি তৃষ্ণার ঘট ভরে ঘাটে ঘাটে,
যে মনে আকাশ—ভালবাসা,
নিজেকে বিশীর্ণ ক'রে, ছিন্ন ক'রে সংকীর্ণ সীমায়
বিলের শৈবালে শুয়ে হাটুজলে শামুক খেলায়
মেটে কি সে সমুদ্র—জিজ্ঞাসা?

ফিরে সে আসবে জানি, আসতেই হবে।
প্রশ্ন শুধু: কখন? কী করে?
ওই মুখ হাসিভরা, ওই চোখ অশ্রুতে সজল—
সুপ্তিতে না পাই পাব ঝঞ্ঝার শিখরে॥

ডুবে যদি যেতাম, তবুও

ডুবে যদি যেতাম, তবুও
মনের দিগন্তে চোখ
উত্তরের দিকে
জেগে থাকত। হাওয়া
শুকনো পাতা উড়িয়ে, মাঠের
রোদে ধূলো ছুঁড়ে, ঘুরে ঘুরে
জানালার কব্জার জঙে নাড়া দিয়ে, কেঁদে,
ফিরে যেত, আর
ছিঁড়ে যেত কতো চিঠি,
ঝরে যেত ফুল,
কতো না সোনার তরী
রাশি রাশি ধান
ভেসে যেত, জানি।

তবুও যেতাম যদি ডুবে,
এক নীল প্রতীক্ষার আলো
মুখের উপরে বুকে রক্তের কণায় কল্পনায়
জেগে থাকত,
জেগে থাকত প্রেম,
সমস্ত দুঃস্বপ্ন-অশ্রু-জীবনধারণে হাহাকারে
খুঁজত নতুন মাঝি, যার পাটাতনে
আপনি ঈশ্বরী ব'সে
একটি হাসিতে
আবার সেঁউতি, মন, করে দিত সোনা॥

অর্ধনারীশ্বর

ভালোবাসাই যন্ত্রী এবং যন্ত্র একাধারে,
বেজে ওঠাই আমার পরিচয়।
বয়ঃসন্ধি সকাল থেকে পড়ন্ত যৌবনে
শ্রুতির পথে তাই খুঁজি অন্বয়।
তুমি এবং তোমরা যারা এলে বারম্বার
কৃতজ্ঞতায় সবার প্রতি জানাই নমস্কার,
বিরল দিনে আকস্মিকের রঙ ধরেছে শুধু,
মেলেনি সেই ওতপ্রোত লয়।

গানের আগে যে শূন্য সেই অনস্তীতির পটে
সুর যেন এক দৃশ্যাতীত তুলি।
আনন্দিত যন্ত্রণার উধাও টানে টানে
ফোটায় তার স্বেচ্ছাচারগুলি।
মৃদঙ্গের আঘাত সে যে সমান্তরাল বাধা,
শেখায় তাকে কেন এবং কীসের জন্যে সাধা।
অন্ধকার তেপান্তরে প্রদীপশিখা যেন
অকম্পিত দিশারী অঙ্গুলি।

ভালোবাসাই যন্ত্রী এবং যন্ত্র একাধারে
আমি শুধুই প্রতিশ্রুত গান।
তুমি এবং তোমরা যারা এলে ক্রমান্বয়ে
মূলরাগিণীর পাওনি যে সন্ধান!
সে সুর যদি পেতে, তোমার ইন্দ্রসভার নাচে
দেখতে কেমন মৃত প্রেমিক মুহূর্তেকেই বাঁচে!
সঙ্গতি কী মন্ত্র দেখ, স্বয়ং মহাকাল
অর্ধনারীশ্বরেই খোঁজে ত্রাণ॥

পরিচিতি

তোমাকে কী মনে করি
প্রিয়া কিম্বা সহচরী,
পরিচয় নেই তার চিঠিতে খাতায়।
কখনো ধরি না হাত
যৌবনের স্পর্শসাধ
জ্বালে না দস্যুর ক্ষুধা চোখের পাতায়।

যেখানে মোহিনী তুমি
জানি তার পটভূমি,
সেখানে আমার ইচ্ছা ছবিতে ফোটে না।
আকৈশোর যাকে খুঁজি
মেলে না সে বররুচি—
দেহে তার চিহ্ন নেই : বুকে না ঠোঁটে না

অথচ তোমারই কাছে
জানি তার মন্ত্র আছে—
যে ডাকে অর্ধেক পশু অর্ধেক মানব
রক্ত নয়, মোহ নয়,
শূন্যে শূন্যে দ্যুতিময়
তুলে ধরে অকস্মাৎ কিন্নরের স্তব ॥

শেষ বসন্ত

মদিরাক্ষী প্রেমিকা আমার,
এ কেমন শূন্য ব্যবহার ?
এ'কদা এ তরুমূলে
মক্ষিকা আহত ফুলে
যতো স্বপ্ন হয়েছে উজাড়,
সেকি সবাই ভ্রান্তি, নিরাকার ?

প্রতিদিন স্বগত-ভাষণে
কতো দ্রাক্ষা থাকে এ জীবনে ?
যৌবনের পানীয় যে
ফুরাল মুহূর্ত্তভোজে !
আমরণ যে স্মৃতিচরণে
কিবা শাস্তি নিষ্কাশিত মনে !

জানি জানি পুনশ্চের কালি
এ পত্রে কেবলই জোড়াতালি।
যেখানে পড়েছে ইতি
সেই তার পরিমিতি,
যতো বাড়ে ততো সে কাঙালী ;
ফিরে পায় করুণারই ডালি।

মদিরাক্ষী প্রেমিকা আমার
তবু চিত্তে তুমি চমৎকার।
প্রৌঢ়ের দাওয়ায় বসি
জপে মন তত্ত্বমসি।
প্রণয় না থাকে যদি আর,
মমতা, সেও কি অনুদার !

মূর্খ, তুমি চল্লিশেও

মূর্খ, তুমি চল্লিশেও কপোতকূজনেই
ঠোঁট ঘষলে, পাখা ঝাড়লে কার্নিসের আড়ে।
ত্রিকোণ ঐ ছায়ার পিঠে বিশ্ব বুঝি নেই?
ডানার ভাঁজে ধনুক ভাঙা চাপ যে ক্রমে বাড়ে!

খাবারগুলো ব্রহ্ম এবং ডিম্বে ভগবান—
সেই অয়নে সূর্য ওঠে, সূর্য বসে পাটে।
যার জন্যে বকম বকম তার কি আছে কান?
তোমার মধ্যে হজম সে-যে তোমায় জাবর কাটে।

ওর চোখে ঐ নিজের ছবি আর কতোকাল মূর্ত?
বুকের তলে 'আয়রে আয়' শুনছ নাকি গাওনা?
ঘুম পাড়াবে, ঘুম পাড়াবে, সময় বড় ধূর্ত!
এবার তুমি উজান হাওয়ায় পাখনা মেলে দাও না॥

সাপ আর সাপ

জানি না কোথায় তুমি দেখে এলে সাপ। কবিতায়
যেমন বিদ্যুৎ, বেণী, তা' নয়, দেখেছ বিষধর।
আর সেই হিমদৃষ্টি ফণাতোলা মৃত্যুর মাথায়
মুহূর্তে শুনেছ বুঝি জীবনের দুর্জ্ঞেয় খবর!

কী ভয় তখন ছিল? শিহরিত ঢেউ জাগা মনে
কী ছিল সুতীব্র ইচ্ছা? পলায়ন? অথবা তোমার
একটি কামনা বুঝি মেতেছিল কালীয়দমনে,
দ্বিতীয় হৃদয় স্তব্ধ সয়েছে সে নিজেরই সংহার?

কিম্বা কোনো সাপই তুমি দেখনি। কেবল
দেখেছ সাপের মতো জীবনমৃত্যুর সীমানায়
উদ্যত চেতনা এক, পেয়েছ সে বিষের ছোবল।
তাই-কি-ও-মুখ নীল? ছায়া ভাঙে দু'পাশে আয়নায়?

সেই নিমেষে

সেই নিমেষে মনের মধ্যে
উঠল জ্বলে কুহক বাতি।
আবার যেন যৌবরাজ্যে
আসন খোঁজে এই যযাতি।
যখন তোমার চোখের কোলে
হাসির কেন্দ্রে অশ্রু দোলে,
হাজার হীরা উঠল জ্ব'লে—
পুরনো সেই মিলন রাতি।
সেই নিমেষে চায় না হ'তে
জীবন এত সদ্যঃপাতী।

জানি আমার অসাধ্য এই
জীর্ণ মনে বরণ করা।
শান্তি তুমি, তৃষ্ণাজয়ী,
কিন্তু আবার ভয়ংকরা।
মহাদেবের জটার পাকে
যে প্রেম তোমায় বন্দী রাখে
সেই সাধনা যার না থাকে
ভাসাও যে তার বসুন্ধরা।
আশা কেবল, নিজেই তুমি
শ্মশানমনেও স্বয়ংবরা।

তৃষ্ণা

তোমার অনেক আছে, মানুষের যা কিছু বাঞ্ছিত।
জীবন তোমার কাছে গৃহপাল্য পশু যেন আজ ;
তোমারই নিয়মে তার আনুগত্য সদা অনাবৃত।
ভোগে-অনুরাগে-মোহে পেয়ে গেছ সংক্ষিপ্ত স্বরাজ।
দূর থেকে দেখি আমি সুখতৃপ্ত তোমার ও-মুখ,
কোনার্ক বা খাজুরাহে প্রস্তরিত কিন্নরী বুঝিবা ;
উধাও কালের প্রান্তে হাস্যময়, তবু নিরুৎসুক,
যা কিছু পাবার সবই পেয়ে স্তব্ধ তোমার প্রতিভা।

আমার কিছুই নেই, স্বস্তিহীন দিবসরজনী।
জীবনে তৃষ্ণার পাত্রে যতোবার ওষ্ঠ নেমে আসে
কে যেন একান্ত কাছে ব'লে ওঠে সহসা তখনি,
আমিও তোমার মতো জীর্ণ হব লুব্ধ কালগ্রাসে।
এবং তোমার মুখ—সুখী, তৃপ্ত, অথচ নিষ্প্রাণ—
সহসা দু'চোখে ভাসে। পানপাত্র ভাঙে খান্-খান্॥

দ্বিতীয় ঈশ্বর

সমস্তই দিতে পারি নিঃসন্দেহে, এমন কি যদিও
আয়ত্তের বাইরে, তবু মূল্যবান যতো কিছু আছে
সবই দেওয়া চলে—টাকা, বই কিম্বা যা তোমার প্রিয়,
সিনেমার সঙ্গ, ট্যাক্সি-ভ্রমণ কি সম্ভ্রান্ত সমাজে
স্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় ব্যবসা কি চাকরিতে।
নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে তিলে তিলে চলন্ত নিয়মে
স্বচ্ছল বাবুর চিত্র হুবহু এ-মুখে এঁকে নিতে
হয়তো হবে না ত্রুটি ; সবই দেওয়া যাবে ক্রমে ক্রমে।

কিন্তু যা পাবে না, শোনো সে আমারো নয় অধিগত।
বিনয়ী স্বভাব কিম্বা আত্মদান মধুর তা জানি,
তবু অকস্মাৎ কোন নিদ্রাহীন নক্ষত্রবিক্ষত
রাত্রিতে মাথার মধ্যে যে মুহূর্তে ঘটে রাহাজানি
তখন শয়তান আমি, নিজেরই অচেনা, যাযাবর।
বুকে ঈশ্বরের ঈর্ষা ঃ ভেঙে ফেলি সাজানো বাসর ॥

অন্ধকার

বড় ভয় অন্ধকারে বুঝি ?
রাতেও নীলাভ আলো জ্বালা !
যতো কিছু ভাখো সারাদিন
চোখে খোঁজো তাদেরই ঠিকুজি,
মনে চাও একই কথামালা ?

তবুও অচেনা থাকে পাশে,
তবু থাকে ঘন অন্ধকার।
যাকে তুমি খোঁজো সারাদিন
সে যখনি কাছে স'রে আসে
কেঁপে কি ওঠে না সারাৎসার ?

কখনো জানব না

পাশের করিডরে পায়ের শব্দ,
ও-ঘরে কথা ভাঙে দেয়ালে ;
মেয়েলী কণ্ঠের ঈষৎ হাসাহাসি
জানি না কী খুশির খেয়ালে ।
ও-ঘরে কেবা যেন কথায় জব্দ,
মধুর খেলা ভালোবাসা-বাসি ।

ও-ঘরে কিবা যেন কেবলি ঘটে চলে,
যদিও জানি সবই তুচ্ছ !
যুবক-যুবতীর যে-দশা লোকে বলে
কতোটা থাকে তার উহ্য ?
ও-ঘরে মেয়েদের কেবলি হাসাহাসি
জমেছে খেলা ভালোবাসা-বাসি !

নদীতে আধোডোবা পাহাড় আমি, আর
ওরা যে ভেসে চলে উজানে ।
ওদের ঢেউতোলা স্রোতের উৎসার
বৃথাই ভাঙে এই পাষাণে ।
যদিও আছি আমি ওদেরই পাশাপাশি,
কখনো জানব না সে ভালোবাসা-বাসি ॥

মনে পড়ে

কবে যেন এক সাতাশে ফেব্রুয়ারী
কে বুঝি হঠাৎ চলে এসেছিল বাড়ি,
দমকা হাওয়ায় ক্যালেণ্ডারের পাতা
মাথা কুটেছিল দেয়ালের আড়াআড়ি।

মনে পড়ে সেই সাতাশে ফেব্রুয়ারী,
কেউ আর আজ ভুলেও আসে না বাড়ি,
সময়ের ভারে ক্যালেণ্ডারের পাতা
স্মৃতির দেয়ালে ঝুলে আছে আড়াআড়ি॥

তবু চিত্তে অন্ধ আকুলতা

কিছুই পাইনি বলা ভুল।
ব্যক্তিগত যশ, অর্থ, নারী
ইত্যাদি যা দেখাবে আঙুল
সবই তার ছিল না ফেরারী।
উল্টিয়েছি অনেক পাথর
সুযোগের সাধ্য মতো চাষে,
ভেসে গেছে বস্তুময় ঘর
কখনো বা প্রেমের উদ্ভাসে।

না, অনেক পেয়েছি জীবনে ;
স্বপ্ন, ঘৃণা, অশ্রু আর হাসি।
বহিঃস্থ ব্যক্তির শূন্য মনে
এ সংসারে থাকিনি প্রবাসী।
তবু চিত্তে অন্ধ আকুলতা
খোঁজে আজো সঙ্গ....স্পর্শ....কথা !

তুমি শুধুই কয়েকটি অক্ষর

তুমি শুধুই কয়েকটি অক্ষর
শিউলিঝরা দিনের বহু দূরে।
ডাইনে-বাঁয়ে এখন কত লোক
ডাকছে আমায় হাজার চেনা সুরে।
তুমি শুধুই কয়েকটি অক্ষর
শিউলিঝরা দিনের বহু দূরে।

তোমার মুখ নেহাত অনুমিতি
শিউলিঝরা দিনের বহু দূরে।
তুমি শুধুই কয়েকটি অক্ষর
দেহবিহীন স্মৃতি, শুধুই স্মৃতি।
ডাইনে-বাঁয়ে এখন কত লোক,
তুমিই শুধু পাওনি যেন স্থিতি।

শিউলিঝরা দিনের বহু দূরে
দেহবিহীন স্মৃতি, তোমার স্মৃতি!
তুমি শুধুই কয়েকটি অক্ষর
প্রথম প্রেমে পরমা স্বীকৃতি,
জপের মতো রক্তে আছো, তবু
তুমি শুধুই কয়েকটি অক্ষর॥

নীরবতা

কী সুন্দর পাখি, দেখ, কী রঙ! ফুলেও
সত্যি, কবিতারই মতো নীল
বসেছে মৌমাছি! এ বাগানে
এই আম সজিনার বাতাবীর নিচে
সবুজ নরম আর্দ্র আলোর দুপুরে
ওগো কবি, কথা বল!
....একদিন বলেছে প্রেমিকা।

প্রথম যৌবন সেই।
দুঃসাহসী বাড়ি-পালানোর
খণ্ডিত সুযোগে, গ্রামে, হে প্রথম প্রেম,
সেদিন পাইনি খুঁজে কথা। তবু সেই
পাখি, ফুল, নারীর হৃদয়
আজীবন রয়ে গেল রক্তস্রোতে আকুলি-বিকুলি
শব্দ-পিপাসিত নীরবতা॥

ঘৃণা

আমার চোখের দিকে
চোখ, টেনে তুলেছে সেদিন
কৈশোরের বুক থেকে
যৌবন, প্রথম প্রেম সে আমার। তুমি
সাপিনী মুহূর্ত, মুখোমুখি
ফণায় উদ্যত। ছাখো
তোমারও বিষের
প্রতিদ্বন্দ্বে হীরের মতোই
আলো-বিচ্ছুরিত-বহুতল
স্পর্ধিত পুরুষ। আজ ঘৃণা....
প্রেমের যমজ বোন,
অন্ধকারে দিনের শুশ্রূষা॥

জনৈকার নাচ দেখে

নাচে

মৃদঙ্গের বোলে ব্যাকুলতা

নারীর বাহুতে, পায়ে,

শ্রোণিচক্রে, স্তনের বলয়ে····

নাচে

ঘুরে-ঘুরে উঠে-নেমে পাকে-পাকে

শরৎ বসন্ত বর্ষা

প্রেম-ঘৃণা, মৃত্যু-অমরতা,

দাউ-দাউ আগুন দেহ,

অবচেতনের

গুহার দেয়ালে ছায়া—

দোলে, কাঁপে, ভাঙে....

নাচে

অনেক কামনা, বহু স্মৃতি,

জন্ম-জন্ম ইতিহাস, স্থির চেয়ে থাকা ; যেন কোন্

রৌদ্র-বৃষ্টি-শতাব্দীর কোনারক থেকে

পাথরে নিশ্চল যতো সুরসুন্দরীরা

মাংস-স্নায়ু-সজীবতা নিয়ে

ভয়ঙ্কর বেঁচে ওঠে···

রক্তস্রোতে শিল্প ঢেলে দেয় ॥

বিক্ষত আকাশ

তেশরা আষাঢ়, রাত বারোটা নাগাদ
দৈনন্দিন আত্মজীবনীর
টুকরো কথা চিবোতে চিবোতে
হঠাৎ বিছানায় শুয়ে চোখে পড়ল জানলার আকাশ : মেঘ,
মেঘ····ধোঁয়া-ঢাকা···ছেঁড়া-ছেঁড়া···উন্মত্ত, প্রবল····
বিধ্বস্ত হাওয়ায়, যেন পুকুরে সাঁতার-কাটা
এক ঝাঁক হাঁস
নিশ্চিন্ত দুপুরে
কোন বালকের হঠকারি ঢিলে
অকস্মাৎ ডানামেলে ছত্রভঙ্গ ছোটে জল ছুঁয়ে ;

কিম্বা, যেন সেইদিন····
পাবনার নির্জন ছাদে, স্তব্ধ রাতে
হাওয়ার ঝাপটে, অন্ধকারে
পদ্মার গর্জন····সেই আরেক আষাঢ়····
অন্ধ প্রথম যৌবনে
আকাশের নিচে,
রেবার দু'হাত হাতে নিয়ে
বাষ্পপুঞ্জ····ছেঁড়া-ছেঁড়া···দুরন্ত ভাষার
রক্তস্রোতে হৃদয় যেদিন
হল বিস্ফারিত···
যেন চিরকাল বেদনার বেগ
বুক পেতে নেবে ব'লে
এমনি ঝোড়ো মেঘে স্থির, বিক্ষত আকাশ ॥

যে-রাতে সে আসে

প্রত্যহ ঘটে না, কিন্তু মাঝে মাঝে চিত্রার্পিত মুখ
ঘুমের দরজার ফ্রেমে জেগে ওঠে এখনো রাত্রিতে।
ওই দেহ, ওই হাত, স্থিরদৃষ্টি দু' চোখে কৌতুক—
টানে অবচেতনার রূপকল্পে এখনো নিভৃতে।
অনেক সিঁড়ির বাঁকে, অনেক জানলায় যতো কথা
একদা হ'য়েছে বলা, অনুচ্চার যতো বিনিময়;
ঈষৎ স্ফুরিত ঠোঁটে, চিবুকের ভাঁজে যে মমতা,
সব নিয়ে চলচ্ছবি মেলে ধরে স্বগত সঞ্চয়।

তখন সমস্ত দিন ট্রাম ঘাম ঘেষাঘেষি ভিড়ে
সময় খড়কাটা কলে কেটে যাক যতো না ইচ্ছাকে,
অন্ধ পাটীগণিতের যদু-মধু-হরির শরীরে
মিটুক দিনের দায় অনুত্তর প্রশ্নের বিপাকে,
তবুও মূলের মাটি কী আশ্চর্য ভোলে অপলাপ—
যে-রাতে সে আসে তার ভোরে ফোটে এক-একটি গোলাপ

ব্যবধান

সেদিন প্ল্যাটফর্মে একা
মধ্যরাতে অজানা জংশনে
ট্রেন ছেড়ে সেকেণ্ডের লাফানো কাঁটায়
সময়ের পরিক্রমা শুরু ।

নিজের ছায়াকে বাঁয়ে, ডাইনে, আড়াআড়ি
অনেক ছুটিয়ে, হেঁটে, ঝিমোনো স্টলের
চায়ের পেয়ালা হাতে, অথবা কিছুই
না ক'রে, দেয়ালপঞ্জি নোটিশে তাকিয়ে
তিন ঘণ্টা কানামাছি খেলে গেল আয়ু,
....কিছুই ঘটেনি।

অথচ কোণের দিকে চেয়ে, অকস্মাৎ
বিশ্রামকক্ষের বেঞ্চে একাকী নারীর
প্রশ্রয়-নিষ্কম্প চোখে চোখ রাখি যেই....
যেই মনে হল, বুঝি দেখা যায় জীবনের অন্দর মহল,
স্টেশন কাঁপিয়ে ট্রেন রক্তচক্ষু দানবের মতো
ছুঁড়ে দিল সে মুহূর্তে হাজার মাইল
....দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ॥

মঞ্চসফলতা

ভালোবাসা পেয়েছি অনেক,
আরো চাই। যেন পাহাড়ে উৎরাই—
যতো দূরে যতো বাঁকে ফিরে চাওয়া যায়
ঢেউয়ের বৃত্তের মতো দিগন্তের আত্মা উদ্‌ঘাটিত,
প্রেম সে রকম প্রয়োজনা।

আসলে নিজেই। নিজে যেহেতু হাতের
আমলকীর মতো দৃশ্য নয়, দর্পণের
উজ্জ্বল বাধাকে খুঁজি ; যেন বিচ্ছুরণ
কিছু সমতলে রাখে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
অজস্র আলোকচিত্রে ভাস্করের ধারণা ফোটায়।

চরিত্র অচেনা নয়, কিছুটা অস্তুত।
ঘটনা ও স্বগতভাষণে
বহু মনস্তাপ, হাসি, আবেগ, উৎক্রোশ
সম্মুখে বা কোনাকুনি মুখে আলো ধ'রে
ফোটাব কেমন, জানি মনে। তবু, প্রেম,
তুমি কয়েক হাজার
নিবদ্ধ চোখের মতো অন্ধকারে দাও করতালি,
উঠুক ফ্ল্যাশ্‌বাল্‌বে জ্বলে ঘনঘন মঞ্চসফলতা।

দংশন

সর্বত্রই নড়াচড়া, এপাশ ওপাশ ;
ডানার ঝাপটে, স্রোতে, পেণ্ডুলামে দোলা
পার্শ্বপরিবর্তনের অস্থিরতা ; বদমেজাজ শহরও
শুধু সৌধরাজি নয়, চর্যা ও চর্চায় ;
শুশুকবাজিতে কাল নিঃশব্দের বুকে শ্বাস ফেলে।

কিম্বা মল্লযুদ্ধ, যেন ছায়া ও কায়ায়
পায়ে পায়ে, মিনিটে মিনিটে।
ভয়, রাগ, ব্যাকুলতা
কনুইয়ের গুঁতো দেয় হৃৎপিণ্ডে, ঘুমেও
দুঃস্বপ্নের খড়্গে দ্বিখণ্ডিত।

আমিও শিখেছি তাই। নিষ্ঠুরতা, ওলটপালট ;
কোমল পাপড়িতে, প্রেম, অনায়াসে আমি
পা'রেখেছি, শুষে শুষে তুলেছি তোমার অন্তঃসার।
ফল মধু পরিণতি উভয়ত ; নাও
দংশনের তীক্ষ্ণ উপহার ॥

●